CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-246 ■ 16 June, 2025 ■ আগরতলা ১৬ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১ আশাড়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লন্ডনগামী বিমান ধ্বংসের পর এবার

কেদারনাথের পথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু

দেহরাদুন, ১৫ জুন।। উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ তীর্থযাত্রার সময় এক মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। রবিবার (১৫ জুন) সকালে কেদারনাথ থেকে গুপ্তকাশী যাওয়ার পথে গৌরীকুণ্ড-খার্কের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে একটি বেসরকারি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে। হেলিকপ্টারটিতে থাকা ছয়জন তীর্থযাত্রী ও এক পাইলট সকলেই নিহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই ছঙ্গটচ ও প্রশাসনের উদ্ধার দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান শুরু করে এবং হেলিকপ্টারের ধ্বংসস্তূপ থেকে সকল মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকর্মীরা জানান, দুর্ঘটনার পর হেলিকপ্টারটিতে আগুন লেগে গিয়েছিল এবং তা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ঘন কুয়াশা ও অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়ার কারণে পাইলট দৃশ্যমানতা হারিয়ে ফেলেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে গৌরীমাই খার্ক নামক একটি এলাকা, যা গৌরীকুণ্ড থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উপরের একটি দুর্গম ট্রেকিং পথের মধ্যে অবস্থিত। নিহতদের মধ্যে ছিলেন পাইলট রাজবীর সিং চৌহান, মহারাষ্ট্রের শ্রদ্ধা রাজকুমার জয়সওয়াল ও তার দুই বছরের সন্তান কাশি, গুজরাটের রাজকুমার সুরেশ জয়সওয়াল, উত্তরাখণ্ডের বিক্রম সিং রাওয়াত এবং উত্তরপ্রদেশের বিনোদ দেবী (৬৬) ও তুষ্টি সিং (১৯)। এই হেলিকপ্টারটি আর্যন এভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল এবং এটি সকাল ৫:৩০ নাগাদ কেদারনাথ থেকে উড়ান শুরু করেছিল।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং রাজ্যের প্রধান সচিবকে একটি প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন, যারা রাজ্যের বর্তমান হেলিকপ্টার পরিষেবা প্রোটোকল পর্যালোচনা করবে এবং একটি কঠোর নতুন এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি) প্রণয়ন করবে। এই ☛৬ এর পাতায় দেখুন

সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির দাবি করলেও বাস্তবে তার কোন মিল নেই ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে আজ অফিস লেইন স্থিত সিটু রাজ্য দপ্তরে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রাজ্যের রক্তদানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রক্তদান করতে না পারলে রাজ্যের রক্তদানের সমস্যা সমাধান হবে না। সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রাজ্যের হাসপাতালগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি জানান, জিবি হাসপাতাল এবং আইজিএম হাসপাতালে বর্তমানে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর কাজের বোঝা অত্যাধিক। তাঁদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ১৩-১৪ ঘণ্টা একটানা কাজ করতে হচ্ছে, যার ফলে তাঁরা বিশ্রামহীনভাবে কাজ করছেন। পক্ষান্তরে, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তারদের প্রয়োজনে হাসপাতালে পাওয়া যাচ্ছে না, যা চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত করছে।

সরকার চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি দাবি করলেও, সাধারণ জনগণ এবং রোগীদের পরিবারের সদস্যদের প্রতিক্রিয়া অনুসারে এই দাবির সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে বহু বেকার মেডিকেল কোর্সে পড়াশুনা করে ঘরে বসে আছে, তাই হাসপাতালগুলোতে আরও স্বাস্থ্যকর্মী বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও সরব হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো স্কুলে পৌঁছালেও শিক্ষকগণ দেরিতে আসেন, তাছাড়া বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে সরকার সঠিক কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এই উদ্যোগ একদিকে যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছে, তেমনই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নিজের বাগানের ফল জনগণের মধ্যে ভাগ করে দিলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। এক উষ্ণ হৃদয়ের বার্তা নিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ রবিবার আবারও নিজ গ্রামের মানুষদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তাঁর নিজস্ব বাগানে উৎপন্ন আম, আনারস ও অন্যান্য মৌসুমি ফল। পশ্চিম জেলার মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত কোরইটিলা গ্রামে এই আয়োজন এখন এক আবেগঘন বার্ষিক প্রথা হয়ে উঠেছে।

স্ত্রী, স্থানীয় নেতৃত্ব, শুভানুধ্যায়ী ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী নিজে হাতে ফলের ঝুড়ি তুলে দেন গ্রামের শিশু, প্রবীণ ও নারীদের হাতে। সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল এই অনন্য উদ্যোগ।

শিশু থেকে বৃদ্ধ — সকলেই শুধু ফল নয়, বরং প্রিয় নেতার সঙ্গে দু'মিনিটের দেখা ও কথোপকথনের জন্যই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন আগ্রহভরে।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ''আমার গ্রাম মানেই আমার পরিবার। নিজের বাগানের ফল নিজের মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পেরে আমি অপার আনন্দ অনুভব করেছি। তাদের মুখের হাসি আমাকে আবেগে ভাসিয়ে দিয়েছে।''

তিনি আরও বলেন, "এটা কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং আমার আত্মিক বন্ধন, যা আমাকে মানসিক শান্তি ও জীবনের মানে দেয়। ☛৬ এর পাতায় দেখুন

মর্মান্তিক!

খেলার ছলে ফাঁস লেগে নাবালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ জুন।। খেলার ছলে গলায় ফাঁস লেগে ১৪ বছরের এক নাবালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুরে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কৈলাসহর পুরপরিষদের দুর্গাপুর এলাকায়।

রবিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে দুর্গাপুর ১৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় ১৪ বছরের এক নাবালক শিশুর খেলার ছলে গলায় ফাঁস লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। মৃত শিশুর নাম মনময় দাস। পিতা মনতোষ দাস। জানা গেছে রবিবার দুপুর বেলা তার নিজ ঘরে খেলা করছিল মনময়। তখন তার ঘরে কেউই ছিল না, একটি সিঁড়ি দিয়ে সে ঘরের ছাদের ☛৬ এর পাতায় দেখুন

৪ কোটি ৮০ লাখের ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ জুন।। মাদকের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশের এক বিরাট সাফল্যে, প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক যুবককে উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়িতে আটক করা হয়েছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার সকালে অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

জানা গেছে, আসাম থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশের মুখে চুরাইবাড়ি পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময় একটি ছোট মালবাহী গাড়ি আটকানো হয়। পুলিশ ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন প্যাকেটে লুকিয়ে রাখা বিপুল সংখ্যক ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। ☛৬ এর পাতায় দেখুন

তিন দেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

বাণিজ্য, সন্ত্রাসবাদ, বৈশ্বিক বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জোর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন।। প্রধানমন্ত্রী আজ সাইপ্রাস, কানাডা ও ক্রোয়েশিয়াএই তিন দেশের সফরে রওনা দিচ্ছেন। তিনটি দেশেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং বৈশ্বিক বিষয়ে মতবিনিময়ই সফরের মূল লক্ষ্য।

প্রথম পর্যায়ে, ১৫ ও ১৬ জুন তিনি যাবেন সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রে, যেখানে তাঁর সফরটি অনুষ্ঠিত হবে সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি মহামহিম নিকোস ক্রিস্টোডুলিদেস-এর আমন্ত্রণে। প্রধানমন্ত্রী জানান, "সাইপ্রাস আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এই সফরের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও গভীর করা এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ থাকবে।"

এরপর তিনি কানাডার কানানাস্কিসে যাবেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মহামহিম মার্ক কার্নির আমন্ত্রণে তিনি অংশ নেবেন জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই সম্মেলন বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের অগ্রাধিকারের বিষয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেবে। আমি অংশীদার দেশগুলির নেতাদের সঙ্গেও আলাপচারিতার প্রত্যাশায় রয়েছি।"

১৮ জুন প্রধানমন্ত্রী সফর করবেন ক্রোয়েশিয়া, যেখানে তিনি সাক্ষাৎ করবেন দেশটির রাষ্ট্রপতি জোরান মিলানোভিচ এবং প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ প্লেনকোভিচের সঙ্গে। এই সফর ভারতের পক্ষ থেকে ক্রোয়েশিয়াতে কোনও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রথম সফর, যা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এই সফর কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতেই নয়, বরং ভারতকে সমর্থনকারী অংশীদার ☛৬ এর পাতায় দেখুন

পিস্তল, কার্তুজ সহ এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুন।। খেদাছড়ায় পিস্তল ও কার্তুজ সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে এই ঘটনার পর ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য স্থানীয়দের থানা ঘেরাও কে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ঘটনাস্থলে বাড়তি পুলিশ ও টিএসার বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

খেদাছড়ায় পিস্তল ও কার্তুজ সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতারের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

১১.৫ লক্ষ ছিনতাই কাণ্ডে ২.৫ লক্ষ টাকা ও দুই ছিনতাইকারী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ জুন।। গত ২ জুন বিশালগড় থানা এলাকার গোকুলনগরে চাঞ্চল্যকর ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মতিনগরের ভিকি মজুমদার এবং রাস্তার মাথার সাগর দাস নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ছিনতাই হওয়া টাকার পরিমাণ সাড়ে এগারো লাখ নয়, বরং আড়াই লাখ টাকা ছিল। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, একটি গাড়ি এবং একটি স্কুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিশালগড় থানায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এএসপি রাজীব সূত্রধর এই তথ্য জানান।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২রা জুন গোকুলনগর রাস্তার মাথা এলাকায় হাফেজ মিয়া ও তার ছেলে সাগর মিয়াকে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করে তাদের ☛৬ এর পাতায় দেখুন

শিশু সুরক্ষা হেল্পলাইন ১০৯৮-এর নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ

থানায় রাত কাটালো নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ জুন।। শিশু সুরক্ষা হেল্পলাইন ১০৯৮ নম্বরে ফোন করেও সহযোগিতা না পেয়ে গোমতী জেলা পিএলভি (প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার) গৌতম দে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় সারা রাত এক নাবালক শিশুর আটকে থাকার ঘটনায় সিডব্লিউসি দপ্তরের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে।পিএলভি-র এক সদস্য জানান, গতরাতে উদয়পুর মহকুমার গঙ্গাছড়া এলাকার ১৬ বছর বয়সী এক নাবালক শিশু চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে আসে। ওই নাবালকের মা-বাবা কেউ নেই এবং তার ঠাকুমাও তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। ফলে সে গত কয়েকদিন ধরে উদয়পুর শহরে বিভিন্ন জায়গায় রাত্রিযাপন করছিল। গতকাল সে উদয়পুর শহরের এক ব্যক্তির কাছ থেকে চল্লিশ টাকা চুরি করার অপরাধে ধরা পড়ে এবং তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।এই খবর পেয়ে পিএলভি-র এক সদস্য দ্রুত থানায় ছুটে যান এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিডব্লিউসি-কে ঘটনাটি জানান। পাশাপাশি তাদের ১০৯৮ হেল্পলাইন নম্বরেও যোগাযোগ করা হয়। ☛৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি এলাকার সার্বিক বিকাশে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ জুন।। দেশের প্রত্যেকটি মানুষের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন ছাড়া শক্তিশালী ভারতবর্ষ কখনো গড়ে উঠবে না। সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে জনজাতি এলাকার সার্বিক বিকাশের কাজ শুরু হয়েছে। আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে গোমতী জেলা ভিত্তিক ধরতী আবা জনভাগিধারী অভিযানের সূচনা করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বের জন্য ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতির দেশ হয়েছে। আগামীদিনগুলিতে ভারতবর্ষ আরও শক্তিশালী হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সকল সুবিধাগুলি খুব কম সময়ে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের জনজাতি এলাকার রাস্তাঘাট, শিক্ষা, পানীয়জল, বিদ্যুৎসহ সকল ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের বিশাল কর্মযোগ্য চলছে।

অনুষ্ঠানে গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় বলেন পি এম জনমন প্রকল্পের রূপায়নে গোমতী জেলা সারা ভারতবর্ষে সুনাম অর্জন করেছে এবং পুরুস্কারও পেয়েছে। তিনি আশা ব্যক্ত করেন ধরতী আবা জনভাগিধারী অভিযানের সফল রূপায়নে গোমতী জেলা আবারও সুনাম অর্জন করবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। তিনি বলেন গোমতী জেলার ৭২টি ভিলেজের সুবিধাভোগীদের কাছে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ২৪টি শিবির করা হবে। শিবিরগুলিতে আধার কার্ড, রেশন কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট, পি আর টি সি, আয়ুষ্মান কার্ড, কে সি সি কার্ড, জনধন একাউন্ট, সামাজিক পেনশন ☛৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ১৬ জুন, ২০২৫ ইং
১ আষাঢ়, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কুসংস্কার নয় ,রক্তদানই হোক অঙ্গীকার

রক্তদান সম্পর্কে এখনো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নানা কুসংস্কার রহিয়াছে। সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করিয়া রক্তদানে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করাই হইল এই দিবসের মূল স্লোগান। মনে রাখিতে হইবে রক্তদান দাতা এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য খুবই উপকারী। এটি জীবন বাঁচায় এবং লোকেদের তাহাদের জটিল পরিস্থিতি কাটাইয়া উঠিতে সাহায্য করে। রক্তদাতার শরীর পুনরুজ্জীবিত হয় এবং নতুন কোষ তৈরি করে যাহা এটিকে সতেজ রাখে।বিজ্ঞানের চূড়ান্ত অগ্রগতির দিনেও বিজ্ঞান কিন্তু রক্তের কোনো উৎস আবিষ্কার করিতে পারে নি। রক্তের একমাত্র সোর্স মানব দেহ। রক্তের বিকল্প শুধু রক্তই। মানবদেহের অতি প্রয়োজনীয় এ উপাদানটি কলকারখানায় তৈরি হয় না। মানুষের রক্তের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ পর্যন্ত রক্তের কোনো বিকল্প আবিষ্কার হয়নি। রক্তের অভাবে যখন কোনো মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, তখন অন্য একজন মানুষের দান করা রক্তই তাহার জীবন বাঁচিতে পারে। তাই এর চাইতে মহৎ কাজ আর কী হইতে পারে! মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাইতে প্রায়ই জরুরি ভিত্তিতে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। যেমন-অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হইলে, রক্তবমি বা পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে, দুর্ঘটনায় আহত রোগী, অস্ত্রোপচারের রোগী, সন্তান প্রসবকালে, ক্যানসার বা অন্যান্য জটিল রোগে, এনিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, ডেঙ্গি হিমোরেজিক ফিভার ইত্যাদি রোগের কারণে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন পড়ে। রক্ত তাহারাই দিতে পারেন যারা ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। যে কোনো শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তি, যাহার শরীরের ওজন ৪৫ কেজির উপরে, তাহারা চার মাস পরপর নিয়মিত রক্তদান করিতে পারেন। তবে রক্ত দিতে হইলে কিছু রোগ থেকে মুক্ত থাকাতে হইবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী, নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য রক্তদাতার শরীরে কমপক্ষে পাঁচটি রক্তবাহিত রোগের অনুপস্থিতি পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইতে হইবে। এ রোগগুলো হলো-হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, এইচআইভি বা এইডসের ভাইরাস, ম্যালেরিয়া ও সিফিলিস। রোগের স্ক্রিনিং করিবার পর এসব রোগ থেকে মুক্ত থাকিলেই সেই রক্ত রোগীর শরীরে দেওয়া যাইবে।

রক্তদানে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে এবং রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমে যায়। ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি মারাত্মক রোগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। হার্ট ভালো থাকে এবং রক্তদাতা সুস্থ ও প্রাণবন্ত থাকেন। শরীরে রক্তকণিকা তৈরির কারখানা হইল অস্থিমজ্জা। নিয়মিত রক্তদান করিলে অস্থিমজ্জা থেকে নতুন কণিকা তৈরি হয়, ফলে অস্থিমজ্জা সক্রিয় থাকে। এতে যে কোনো দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে হঠাৎ রক্তক্ষরণ হইলেও শরীর খুব সহজেই তাহা পূরণ করিতে পারে। রক্তদানের সময় রক্তে নানা জীবাণুর উপস্থিতি আছে কিনা তাহার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। ফলে রক্তদাতা জানিতে পারেন তিনি কোনো সংক্রামক রোগে ভুগিতেছেন কিনা।অনেক সময় রক্তদাতার শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। দেওয়ার সময় রক্তের গ্রুপিং করা হয়। ফলে রক্তদাতা তার রক্তের গ্রুপ জানিতে পারেন।নানা ধরনের উপকার পাওয়া যায় রক্তদানের মাধ্যমে। তাই নিজের ক্ষতি যদি না হয়, বরং লাভই হয়, আর অন্য একজন মানুষের জীবনও বাঁচে, তাহা হইলে আমরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসিব না কেন? আমরা সমাজে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক আদান-প্রদান আর সহায়তা সমাজবদ্ধ জীবনের অন্যতম পূর্বশর্ত। আর স্বেচ্ছায় রক্তদান এ সেবাপরায়ণতার অনুপম উদাহরণ। আসুন কোন ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্বে কিংবা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন না হইয়া রক্তদানে সকলে এগিয়ে আসি। কেননা রক্তদানের মত মহৎ দান জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য চার দেওয়ালের ভেতরে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবনে অন্তত একবার রক্তদান করিলে তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব। এই প্রয়াস সফল হইলেই জীবন সফল হইবে।

আধুনিক যুগের 'প্রথম লেসবিয়ান নারী'

'আমি মেয়েদের ভালোবাসি, শুধুমাত্র মেয়েদেরকেই ভালোবাসি, এবং তাদেরই ভালোবাসা চাই।'

ইংল্যান্ডের হ্যালিফ্যাক্স শহরের এক স্কুল শিক্ষিকা ১৯৮৩ সালে হঠাৎ করেই খোঁজ পেয়েছিলেন দেড়শ'' বছরের পুরোনো কিছু ডায়েরির, যা ওই শহরেরই এ্যান লিস্টার নামে এক নারীর লেখা।

সেটি লেখা হয়েছে সাংকেতিক ভাষায়, হাতের লেখাটিও দুর্বোধ্য। কিন্তু হেলেনা হুইটব্রেড নামে সেই মহিলার কৌতূহল জাগিয়ে তোলে ডায়েরিটি। সেই সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করতে শুরু করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হেলেনা। কারণ সেই ডায়েরিতে পাতার পর পাতা জুড়ে লেখা রয়েছে লেসবিয়ান প্রেম ও যৌনতার রগরগে সব বর্ণনা। এ্যান লিস্টার ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বহু ভূসম্পত্তির মালিক এক নারী, তবে সেই ডায়েরি প্রকাশের পরই প্রথম জানা যায় যে তিনি ছিলেন লেসবিয়ান, একজন ''নারী শিকারী''। তার সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল একাধিক নারীর। তার সেই ডায়েরি যখন বই হয়ে বেরোলো - তখন পাঠকরাও তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন সে সব রগরগে বর্ণনা পড়ে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ্যান লিস্টারকেই বলা যায় আধুনিক যুগের প্রথম ''লেসবিয়ান'' বা নারী সমকামী।

তিনি যখন লেসবিয়ান জীবন যাপন করছিলেন - তখন এই ''লেসবিয়ান'' শব্দটিরও জন্ম হয় নি। এর আগেকার কোনো ঐতিহাসিক রেকর্ডে নারীর সাথে নারীর যৌনসম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ্যানের জার্নালে একজন লেসবিয়ানের যে জীবন ফুটে উঠেছে - তাতে অনেকেই ভাবতে পারেন নি যে এগুলো আসলেই বাস্তবে ঘটেছিল। অনেকে মনে করেছিলেন, এই ডায়েরিগুলো ভুয়ো। যিনি প্রথম সেই সাংকেতিক ভাষায় লেখা ডায়েরির রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন - সেই হেলেনা হুইটব্রেড ছিলেন একজন শিক্ষক ও ইতিহাসবিদ। এ্যান লিস্টারের ডায়েরির পাঠোদ্ধার করতে পাঁচ বছর ব্যয় করেছিলেন তিনি। এ্যান লিস্টার ছিলেন ''পুরুষালী চেহারার এক নারী''

হেলেনা হুইটব্রেড বলছিলেন, 'আমার মনে হয়, এ্যান লিস্টারের জীবনকে বলা যায় হ্যালিফ্যাক্স শহরের ''বেস্ট কেপ্ট সিক্রেট'' - যে কথা ২০০ বছরেও কেউ জানতে পারে নি।' এ্যান লিস্টারের জন্ম ১৭৯১ সালে, উত্তর ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার কাউন্টির হ্যালিফ্যাক্স শহরে। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী এক নারী। এমন পোশাক পরতেন, এমনভাবে হাঁটতেন যে লোকে তাকে পুরুষ মনে করতো। শহরের লোকেরা তাকে ডাকতো ''জেন্টলম্যান জ্যাক'' নামে। এ্যান লিস্টার ছিলেন তীব্র স্বাধীনচেতা - সে যুগের ইংল্যান্ডের অনেক সামাজিক রীতিনীতিকেই তিনি থোড়াই কেয়ার করতেন। ছোটবেলায় তিনি এমনই দুরন্ত ছিলেন যে তার মা তাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। ওই বোর্ডিং স্কুলে থেকে তিনি গ্রীক ও ফরাসী ভাষা, দর্শন, গণিত, ভূতত্ত্ববিদ্যা এবং মহাকাশবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, এবং সমসাময়িক মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। সে সময়ই তার ব্যক্তিত্বের সেই বিশেষ দিকটি প্রকাশ পেতে থাকে - তা হলো: নারীদের প্রতি তার আকর্ষণ। তার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা হয় ওই স্কুলেরই আরেক ছাত্রী এলিজা রেইনের সাথে। তারা দু'জনেই তাদের যৌন অভিজ্ঞতার ডায়েরি রাখতেন, এবং সেটা আড়াল করতে ''ফেলিক্স'' শব্দটি ব্যবহার করতেন। কিন্তু এ্যান চাইতেন তাদের যৌন সম্পর্কের আরো বেশি বিস্তারিত খুঁটিনাটি ডায়েরির পাতায় লিখে রাখতে। সে জন্য তিনি নিজেই তৈরি করলেন এক সাংকেতিক ভাষা - যাতে তিনি ব্যবহার করতেন গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ, গণিত ও রাশিচক্রের নানা প্রতীক। এ্যান শুধু এলিজাকে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ধীরে ধীরে তার মধ্যে অন্য আরো নারীর জন্য কামনা জেগে উঠলো।

আর এর ফলে এলিজার মধ্যে দেখা দিল বিষণ্ণতা রোগ - যা থেকে তিনি কখনো সেরে ওঠেন নি। ''এ্যান লিস্টার ছিলেন শুধু লেসবিয়ান নয়, এক শিকারী'' হেলেনা বলছেন: 'এ্যানের ভালোবাসার পাত্র ছিলো মেয়েরা। তিনি বার বার মেয়েদের প্রেমে পড়েছেন।' 'যদি এ্যান লিস্টার একবার আপনাকে পটাতে পারেন - তাহলে তা বিছানা পর্যন্ত গড়াক বা চিঠিপত্র পর্যন্তই সীমিত থাকুক - তাহলে আপনি তার প্রতি মুগ্ধতা থেকে আর বেরোতে পারবেন না। তার ডায়েরি পড়ে আমি নিজেই মোহিত হয়ে গেছি' - বলছিলেন হেলেনা। এ্যান লিস্টার ছিলেন তার বাবা মায়ের ৬ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। তার বাবা ছিলেন একজন সৈনিক। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লড়াই করেছিলেন। হ্যালিফ্যাক্সের নামী পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এই লিস্টার পরিবার। তার ভাইয়েরা মারা যাবার পর এ্যানই ৪০০ একরের পারিবারিক ভূসম্পত্তির মালিক হন। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত, আত্মবিশ্বাসী, এবং বিদগ্ধ এক নারী, তা ছাড়া একজন ভ্রমণকারী। তিনি তার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পদ ব্যবহার করেছিলেন তার ইচ্ছেমত জীবন যাপন করার জন্য। আগস্ট, ১৮২৩ সাল। এ্যান লিস্টার ডায়েরিতে লিখলেন, 'আমি জানি আমার মন কি চায়, এবং আমি পুরুষদের চিনি। আমি যে নারীদের দেখেছি - আমি তাদের কারো মতন নই।'

'আমার সেই দু:সাহস আছে অন্য সবার থেকে নিজেকে আলাদা বলে ঘোষণা করার। আমার সেই সব কথা আমি আমার ডায়েরিতে বলতে পারি, কিন্তু আর কাউকে নয়।' নারী হয়েও কেন তার নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ তৈরি হলো - এ্যান লিস্টার নিজেও অনেকবার তা বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শারীরবিদ্যার বই পড়ে, তার দেহ-মনকে পরীক্ষা করে উপলব্ধি করলেন, এটাই তার স্বাভাবিক যৌন অনুভূতি। তার ভাষায় - নারীদের ভালোবাসার অধিকার তার কাছে 'ঈশ্বরের দেয়া অধিকার।' তিনি চেয়েছিলেন, পুরুষদের মত তারও একজন ''স্ত্রী'' থাকবে এ্যান শুধু নারী সমকামী ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী, এবং বহুগামী। শিকারীর মত এক নারীর পর অন্য নারীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন তিনি। এলিজার পরে এ্যানের নতুন প্রেমিকা হলেন ম্যারিয়ানা - এক ডাক্তারের মেয়ে, ইয়র্ক শহরের অভিজাত পরিমন্ডলে যার চলাফেরা। এ্যান ভাবতেন - পুরুষের যেমন স্ত্রী থাকে, তেমনি তারও একজন স্ত্রী থাকবে এবং তিনি ম্যারিয়ানাকে নিয়েই তার ''সংসার'' পড়ে তুলবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাতে ঘটলো বিপত্তি। ১৮১৫ সালে ম্যারিয়ানা নাটকীয়ভাবে একজন ধনী পুরুষকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে যুগের রীতি ছিল: নবদম্পতি যখন মধুচন্দ্রিমায় যেতেন, তখন নববধূর সঙ্গে থাকতেন তার একজন বান্ধবী। সে অনুযায়ী ম্যারিয়ানার মধুচন্দ্রিমায়

সহযাত্রী হলেন তারই গোপন লেসবিয়ান সঙ্গী এ্যান, এবং তার কাছে সেটা ছিল একটা চরম যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। ক্রুদ্ধ এ্যান শিবডেনে তার নিজ বাড়িতে ফেরার পর ডায়েরিতে লিলেন, তার সাবেক প্রেমিকা এখন ''আইনসঙ্গত বেশ্যাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছে।'' বিয়ের এক বছর পরই তাদের আবার দেখা হলো ইয়র্কে, ম্যারিয়ানার বাবা-মার বাড়িতে। দাঁতের ব্যথার জন্য ম্যারিয়ানা তার শয়নকক্ষে শুয়ে ছিলেন, সেখানে ঢুকে পড়লেন এ্যান। ডায়েরিতে রগরগে বর্ণনা ম্যারিয়ান বললেন, তাদের মধ্যে ''কিস'' (যৌনমিলনের জন্য তাদের সাংকেতিক শব্দ) হবে কিনা। তাই হলো। হেলেন হুইটব্রেড বর্ণনা করছেন ডায়েরিতে এ ঘটনাটি কীভাবে লেখা হয়েছে। 'ম্যারিয়ানা বললেন, তুমি দরজাটা বন্ধ করছো না কেন? তাহলে আমরা ''কিস'' করতে পারি। ততদিনে আমি বুঝতে পেরেছি যে ''কিস'' শব্দটা এ্যান লিস্টার ব্যবহার করেছেন যৌনমিলন বোঝাতে' - বলেন হেলেন হুইটব্রেড। 'এ্যান লিখছেন, ''আমি আমার পোশাক খুলে ফেললাম। স্কার্ট তুললাম, তার পর বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম।' 'তার পর আমরা দারুণ একটা ''কিস'' করলাম। সাত মিনিটেরও কম সময়ে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। তার পর আমরা এমনভাবে ঘর থেকে বেরোলাম যেন কিছুই হয় নি।' ম্যারিয়ানা আর এ্যানের প্রেম আবার আগুনের মত জ্বলে উঠলো। পরের কয়েক বছরে তাদের অনেকবার এরকম গোপন সাক্ষাৎ হতো, আর হতো আবেগপূর্ণ চিঠি বিনিময়। কিন্তু এ্যান ফাঁকে ফাঁকে অন্য মেয়েদের সাথেও সম্পর্ক চালিয়ে যেতেন - যদিও ম্যারিয়ানা চাইতেন, এ্যান যেন আর কোন নারীর সাথে না জড়ান। কিন্তু বেশ কিছুকাল পরে ম্যারিয়ানা নিজেই বললেন, তিনি এ্যানের মতো ''পুরুষালী চেহারার'' নারীর সাথে প্রকাশ্যে বেরুতে লজ্জা বোধ করেন। এ্যান কাঁদতে শুরু করলেন, কিন্তু ম্যারিয়ান তাকে কোন সান্ত্বনা দিলেন না। আমি মেয়েদের ভালোবাসি, শুধুমাত্র মেয়েদেরকেই

এ্যান লিস্টার লিখেছেন, 'আমি মেয়েদের ভালোবাসি, শুধুমাত্র মেয়েদেরকেই ভালোবাসি, এবং তাদেরই ভালোবাসা চাই। সেখানে অন্য কারো ভালোবাসা ঢুকে পড়লে আমার আত্মা বিদ্রোহ করে।' এখানে বলা দরকার। পুরুষদের মধ্যে সমকামিতাও সে যুগের ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ ছিল। তবে মেয়েদের মধ্যে শুধু রোমান্টিক বন্ধুত্ব নয়, যৌন সম্পর্কের কোন ধরণের স্বীকৃতির চিহ্নও পাওয়া যায় না। তাহলে কি উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে ব্যাপারটা সম্পর্কে কেউ জানতো না? হেলেন হুইটব্রেড বলেন, 'সে সময় এ ধরণের সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্য কোন শব্দ বা ভাষা ছিল না। তবে চায়ের টেবিলে লোকে যেসব গল্প করে - তাতে এ নিয়ে নানারকম গুজব উড়ে বেড়াতো।' 'এ্যান লিস্টারের কাছের কিছু লোক তাকে জানিয়েছিলেন লোকে তার সম্পর্কে কি বলছে। তিনি সেগুলো আবার তার ডায়েরিতে উল্লেখ করেছিলেন। লোকের কথায় তিনি বিচলিত হননি। বরং খুশিই হয়েছিলেন।' এ্যান লিস্টার এসব বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে, যাকে বলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তবে তার কথায়, তিনি কখনো জোর করে কোন নারীর সাথে কিছু করেন নি, এবং কোন নারী তাকে প্রত্যাখ্যানও করেন নি। এক নারীকে বিয়েও করেছিলেন তিনি এ্যান লিস্টার অনেক দেশে ঘুরেছেন এবং বহু নারীর সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে। তবে তিনি চাইতেন একটা স্থায়ী সম্পর্ক - একজন ''স্ত্রী''। তা পেয়েছিলেনও তিনি। সেই নারীর নামও এ্যান - এ্যান ওয়াকার, বয়েসে কিছুটা ছোট, আর হ্যালিফ্যাক্সে কাছাকাছিই থাকতেন তিনি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়ে গেল। এ্যান লিস্টার চাইছিলেন তার বাড়িতেই প্রণয়িনীকে নিয়ে একটি দম্পতির মতো থাকতে। সে প্রস্তাবে এ্যান ওয়াকার প্রথমে রাজি না হলেও পরে তিনি একজন পুরুষের সাথে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন, এবং তার পরিবারকে বললেন, তিনি এ্যান লিস্টারের সাথেই থাকতে চান। দুই পরিবারই তাদের ঘনিষ্ঠতা স্বচক্ষে দেখেছিলেন - তাই কেউই আপত্তি করেন নি। দু'জনেই তাদের সম্পত্তির উইলে পরিবর্তন আনলেন, এমনটি আংটি বিনিময়ও করলেন। অবশেষে ১৮৩৪ সালের ইস্টার সানডেতে ইয়র্কের হলি ট্রিনিটি চার্চে তাদের প্রতীকী ''বিয়ে'' হলো। বিয়েকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন এ্যান লিস্টার। তার বহু নারীতে আসক্তি সেখানেই শেষ হয়। তারা ''মধুচন্দ্রিমা'' করতে ফ্রান্স আর সুইৎজারল্যান্ডে বেড়াতেও গিয়েছিলেন। দুই নারীর বিয়ের খবর ইয়র্কশায়ারে গোপন থাকে নি। এই ''কেলেংকারি'' নিয়ে পুরো কাউন্টি জুড়ে শুরু হলো ব্যাপক আলোচনা - ''পুরুষদের মতো দেখতে সেই মহিলা'' অবশেষে পুরুষের মতোই একটা কাজ করেছে - এক নারীকে বিয়ে করেছে।

লিডস মার্কারি নামে এক পত্রিকায় এ নিয়ে একটা বিদ্রুপাত্মক বিজ্ঞাপন বেরুলো - যাতে ছিল ''ক্যাপ্টেন টম লিস্টার অফ শিবডেন হল'' এবং মিস এ্যান ওয়াকারের বিয়ের ঘোষণা।

তাদের বাড়িতে কিছু বেনামী চিঠিও এসেছিল - তাতে ''ক্যাপ্টেন লিস্টার দম্পতিকে তাদের আনন্দময় মিলনের জন্য'' অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ১৮৪০ সালে এই নারী দম্পতি রাশিয়ায় বেড়াতে যান। মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ ঘুরে তারা দক্ষিণ রাশিয়ার ককেশাসের পার্বত্য এলাকায় এলেন। সেখানেই ১৮৪০ সালের ১১ই আগস্ট ৪৯ বছর বয়সে এ্যান লিস্টার মারা যান। মনে করা হয়, কোন পোকার কামড়ে তার সংক্রমণজনিত জ্বর হয়েছিল। তার মৃতদেহ কফিনে ভরে সাড়ে চার হাজার মাইল দূরের হ্যালিফ্যাক্সে ফিরিয়ে আনতে এ্যান ওয়াকারের সময় লেগেছিল আট মাস। হেলেন কি ভাবে ডায়েরির খোঁজ পেলেন? এ্যান লিস্টারের ডায়েরিটির সন্ধান পেয়েছিলেন হেলেন হুইটব্রেড হ্যালিফ্যাক্সের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির আর্কাইভে। সে সময় ইংল্যান্ডের সমাজ ছিল একেবারেই অন্য রকম। সেখানে লেসবিয়ান বা নারী-সমকামী সম্পর্কের কোন স্বীকৃতিই ছিল না। সাংকেতিক ভাষায় লেখা বলেই এ্যান লিস্টার তার যৌন অনুভূতি, জীবন, সমাজ ও পুরুষদের সম্পর্কে তার মনোভাবের কথা নিশ্চিন্তে কোন কিছু গোপন না করেই লিখতে পেরেছিলেন। ফলে এই ডায়েরিতে বেরিয়ে এসেছে এমন এক নারী চরিত্র - যার সাথে সে সময়কার ইংরেজি গল্প-উপন্যাসের নারী চরিত্রের অনেক পার্থক্য।

এ্যান হয়তো ভেবেছিলেন, তার ব্যবহৃত ''কোড'' কেউ ভাঙতে পারবে না, তিনি কি লিখেছেন তা জানতে পারবে না। সুতরাং তার ডায়েরিতে তিনি প্রেম ও যৌন সম্পর্কের কথা ইচ্ছেমত লিখতে পেরেছেন। অনেকের কৌতূহল হতে পারে, কি কোড ব্যবহার করেছিলেন এ্যান লিস্টার? হেলেন হুইটব্রেড বলছেন, 'তিনি গ্রীক অক্ষর, কিছু সংখ্যা ও কিছু প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন যেগুলো তার একান্তই নিজস্ব। তার লেখায় কোন ফুলস্টপ নেই, কোন বড় হাতের অক্ষর নেই। অর্থাৎ কোথায় একটা বাক্য শেষ হয়েছে এবং আরেকটা বাক্য শুরু হয়েছে, বোঝার কোন উপায় নেই। এ্যানের পারিবারিক বাসভবনে থেকেছেন এমন সবশেষ উত্তরাধিকারী একজন সেই ডায়েরির পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সেটা ১৯৩০ সালের কথা। তিনি এ কাজে সাহায্য পেয়েছিলেন আর্থার বারেল নামে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে। কিন্তু এ ডায়েরি পড়ে তারা এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তারা ডায়েরিটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন কেউ আর সেটা কখনো খুঁজে পাবে না। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে ডায়েরিটি উদ্ধার হয়, এবং সেটা তুলে দেয়া হয় হ্যালিফ্যাক্সের লাইব্রেরির হাতে। হেলেনা হুইটব্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, শিক্ষক হয়েছেন - কিন্তু তার আসল স্বপ্ন ছিল লেখক হবার। 'আমি যখন স্থানীয় লোকদের নিয়ে দু'একটা লেখা লিখেছি, সে সময় স্থানীয় একটি পত্রিকার মাধমে আমি এ্যান লিস্টারের নাম শুনি এবং ঠিক করি তাকে নিয়ে লিখবো' - বলেন তিনি। তখন এ্যান লিস্টারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না হেলেনা। এর পর লাইব্রেরির আর্কাইভিস্টের সাথে যোগাযোগের সূত্রে যখন তিনি এ্যান লিস্টারের ডায়েরি হাতে পেলেন, তখন তিনি তার ৫০টি পাতা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। শুরু হলো তার সেই সাংকেতিক ভাষা মর্মোদ্ধারের প্রচেষ্টা। এ্যান লিস্টার লিখেছিলেন অনেক। ৪০ লক্ষ শব্দ। ২৭ খন্ড। এর সবই যে সাংকেতিক ভাষায় লেখা তা অবশ্য নয়। 'আমার পাঁচ বছর লেগেছিল সবগুলোর পাঠোদ্ধার করতে। কারণ তখন আমি স্কুলের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটা নিয়ে বসতাম' - বলেন হেলেনা হুইটব্রেড। এ্যান লিস্টারের ডায়েরি পরে বই হয়ে বেরিয়েছে, তার জীবন নিয়ে বিবিসি টিভি ধারাবাহিক টেলিফিল্ম প্রচার করেছে

শিশুদের উদ্বেগ কমাবেন কীভাবে

বড়দের মত শিশুরাও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেটা যদি মাত্রারিক্ত হয় তখন তারা যেসব কাজ করে মজা পেত সেসব কাজ করা থামিয়ে দেয়।

কিন্তু নতুন গবেষণা বলছে বাবা-মায়েরা যদি কিছু জিনিস তাদের বাচ্চাদের সাথে করেন তাহলে বাচ্চাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার মাত্রা কমিয়ে আনতে পারবেন।

যুক্তরাজ্যে রিডিং ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ক্যাথি ক্রিসওয়েল এই গবেষণাটা করেছেন।

১.কখনো বলবেন না: 'চিন্তা করো না-এরকম আর হবে না'

চার থেকে আট বছরের শিশুরা ভুত, প্রেত বা বিভিন্ন প্রাণী দেখে উদ্বিগ্ন হতে পারে। একটু বড় বয়সীরা শারীরিক আঘাতের ভয় পায়। কিন্তু বয়স যেটাই হোক না কেন, আপনার শিশুটির এই ভয়কে আপনি উড়িয়ে দেবেন না। এসব ক্ষেত্রে তাদের যদি আপনি বলেন 'এমনটা আর হবে না' তাহলে কিন্তু কাজ হবে না।

এর পরিবর্তে কীভাবে তাদের ভয় তাদের মনের ভিতর অনুভূত হচ্ছে সেটাতে স্বীকার করতে হবে।

২.শিশুরা যে বিষয়ে ভয় পায় সেটার পরিবেশ তৈরি না করা ধরেন আপনার বাচ্চা, কুকুর দেখলে ভয় পায়। আপনি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন সেই সময়ে একটা কুকুর সামনে চলে আসলো। কিন্তু এখানে বার্তাটা হল, যদি আপনার বাচ্চা ভয় পায় সেটা ঠিক আছে। এটার মানে কিন্তু এই না যে আপনি আপনার বাচ্চাকে জোর করবেন ঐ কুকুরের সামনাসামনি হতে। বরং আস্তে আস্তে যাতে তারা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে এবং ভয় এক সময় আপনা থেকেই কেটে যায় সেটার জন্য সহায়তা করুন।

৩. দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌছাবেন না-মন দিয়ে শুনুন বিষয়টা হল আপনাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে তারা ঠিক কখন এবং কি অনুভব করছে। কিন্তু বার বার তাদের কাছে জানতে চাইবেন না কেমন অনুভব করছে। নিশ্চিত হন যে তাদের ভয়ের পিছনের কারণটা কী। অনেক সময় আমরা চটজলদি একটা সিদ্ধান্তে পৌছে যাই। বরং আপনার শিশুটি আপনার সাথে তার ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করবে তখন খুব মন দিয়ে শুনুন। এমন হতে পারে যে, একটা ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে এটা হয়েছে। অধ্যাপক ক্যাথি বলছেন 'যখন আমি ছোট ছিলাম তখন দ্রুতগতির ট্রেন দেখলে ভয় পেতাম। যখন খুব শব্দ করে সেগুলো চলে যেত আমি মনে করতাম ভিতরেও একই রকম অবস্থা'। তাই আপনি তখনি আপনার বাচ্চাকে সাহায্য করতে পারবেন যখন আপনি সঠিকভাবে জানতে পারবেন, ঠিক কিসে আপনার বাচ্চাটি ভয় পাচ্ছে। ৪. প্রশ্ন করাটা বাস্তব সম্মত হবে না উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি আপনি জানতে চান পূর্বে কি ঘটেছিল, এটাতে তাদের মনে হতে পারে হয়ত আবারো সেটা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। ছোট ছোট পদক্ষেপ নিন। আপনার শিশুকে মানসিক কৌশল শিখে নিতে উৎসাহিত করুন। যাতে করে তারা নিজেদের ভয় নিজেরাই সামলাতে পারে।

যদি সে স্কুলের কোন নাটকে অভিনয় করতে ভয় পায় তাদের নিজেদেরকেই প্রশ্ন করতে সেখান 'খারাপ কি হতে পারে, আমি কি অভিনয়ের সময় লাইনগুলো ভুলে যাব?' কিন্তু এটাও তাদের চিন্তা করতে সাহায্য করুন 'সবচেয়ে ভালো কি হতে পারে? অভিনয় এতটাই ভালো হল যে হলিউড থেকে অভিনয়ের অফার আসল!' যাইহোক না কেন, ফলাফল হবে এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই।

৫. ধীরে ধীরে তাদের ভয়কে পরীক্ষা করে দেখুন আপনার শিশুকে তার ভয় কাটিয়ে উঠার পদক্ষেপ গুলো পার করার জন্য প্রশংসা করুন এবং পুরস্কৃত করুন। এটা তাদের কাছে একটা স্বীকৃতি পাওয়ার মত হবে। এবং ভবিষ্যতে তারা নিজেরাই কৌশল বের করার চেষ্টা করবে। ৬. কিছু সময় উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু যদি তাদের ভয় বা উদ্বিগ্নতা সব সময় হতে থাকে এবং এর ফলে তারা প্রতিদিনকার কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে তাহলে আপনার সাহায্য নিতে হবে। আপনি বই পড়ে কৌশলগুলো জেনে নিতে পারেন বা চিকিৎসকের কাছে যেতে হতে পারে। মনে রাখবেন আপনি আপনার বাচ্চার জীবনের সব ভয় একেবারে মুছে ফেলার আশা করবেন না। আপনার লক্ষ্য থাকবে আমাদের নিত্যদিনের আবেগ-অনুভূতি যে আমাদের বেড়ে উঠার একটা অংশ সেটাই তাদের সেখানো।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার বটতলা থানার পুলিশ চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ তিন চোরকে গ্রেপ্তার করে।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে উত্তরজেলার বুংনাঙ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে ১৪ জুন উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের শ্রীপুরে অবস্থিত বুংনাঙ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (পিএইচসি-এএম)-এ এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই জনসেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে বুংনাঙ পিএইচসি-এএম। শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং সুষ্ঠুভাবে রক্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তরুণ, স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুংনাঙ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ ডক্টর অর্ণব দাস তৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগরের প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা নাথ, উত্তর জেলার জেলা পরিষদের সদস্য দিলীপ বর্ধন, বিশিষ্ট সমাজসেবক হারান দাস, এবং অন্যান্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। এছাড়াও শ্রীপুর এলাকার বহু সাধারণ মানুষ এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন এই ধরনের উদ্যোগ শুধুমাত্র রক্তের ঘাটতি পূরণে সহায়ক নয়, বরং মানবিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সহমর্মিতার বার্তাও বহন করে। ভবিষ্যতে আরো বৃহৎ পরিসরে এই ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

রক্তদানের প্রতি সমর্পণকে সম্মান জানিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার সামাজিক সংস্থা নব চিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে সুনাগরিক অচিন্ত্য ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুন: তেলিয়ামুড়ার এই অচিন্ত্য ভট্টাচার্য বর্তমানে গোটা রাজ্যে একটা বিশেষ নাম। মূলত রক্তদানের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে এবং যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে সমাজের পাশে থাকার ক্ষেত্রে নিরন্তর ভাবে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তেলিয়ামুড়ার অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যে সুনাগরিক হিসেবে রাজ্য সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন তেলিয়ামুরার গর্ব অচিন্ত্য বাবু।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে শনিবার রক্তদানের প্রতি উনার সমর্পণকে সম্মান জানিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার সামাজিক সংস্থা নব চিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অচিন্ত্য ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা প্রদর্শন করে। সংস্থার সদস্যরা সম্মিলিতভাবে অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়ে উনার প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নব চিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে চিরঞ্জীব দেব বলেন,, রাজ্যের অন্যতম বিশেষ ব্যক্তিত্ব অচিন্ত্য ভট্টাচার্য''কে বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে সংস্থা গর্বিত। সংস্থা অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ আয়ু কামনা করে আশা প্রকাশ করেছেন। আগামী দিনে অচিন্ত্য ভট্টাচার্য গোটা সমাজকে একই রকম ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে যাবেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন,, ইতিমধ্যে অচিন্ত্য ভট্টাচার্য উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রায় ১২৮০ জন মুমূর্ষু রোগীকে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে রক্ত প্রদান করতে পেরেছেন। এই কারণেই তো গোটা রাজ্যের যেখানেই রক্তের প্রয়োজন পড়ে সবার আগেই ডাক পড়ে তেলিয়ামুড়ার অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উপস্থিতিতে মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ জুন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের উদ্যোগে এক মানবিক উদ্যোগের স্বাক্ষর রাখল শনিবারের দিনটি। আয়োজিত হল এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির, যেখানে একাত্মতায় মিলিত হলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। শনিবার মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের উদ্যোগে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উপস্থিততে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

খোয়াই জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. পদ্মরাম জমাতিয়া, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ভিডিও দীপ্তনু দেববর্মা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।এই রক্তদান শিবিরে জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন অসংখ্য রক্তদাতা, যারা একবিন্দু রক্তের মাধ্যমে জীবনের আলো জ্বালাতে এগিয়ে এসেছেন। রক্তস্বল্পতার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার নিরসনে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক মানবিক দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন"রক্তদান একটি পরম মানবিক দান। রক্তের কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদের সকলকে এই মহৎ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে হবে, যাতে একটি সুস্থ, সবল ও মানবিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।"তিনি আরও আহ্বান জানান, সমাজের প্রতিটি মানুষকে রক্তদান আন্দোলনের অংশীদার হয়ে মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখতে।এই দিনটি শুধু একটি কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এটি ছিল সহমর্মিতা, সেবা ও মানবিক মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর জন্য প্রস্তুত বিশাখাপত্তনম উচ্চপর্যায়ের পরিদর্শন ও পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

বিশাখাপত্তনম, ১৫ জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এক দশক পূর্তিকে স্মরণীয় করে তুলতে দেশজুড়ে চলছে জোর প্রস্তুতি। এবার ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জাতীয় আয়োজক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল শহর বিশাখাপত্তনম। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের শীর্ষ কর্তারা সম্প্রতি একটি উচ্চপর্যায়ের পরিদর্শন ও পর্যালোচনা সভা করেন।

মাঠ পর্যায়ে এই পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন আয়ুষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোঠেচা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের স্পেশাল চিফ সেক্রেটারি কে. বিজয়ানন্দ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আয়ুষ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মোনালিসা দাশ, জেলা কালেক্টর এম. এন. হরেন্দ্র প্রসাদ, এবং স্বাস্থ্য, নগর পরিকল্পনা, আয়ুষ ও ভিএমআরডিএ-র বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। পরিদর্শনের মূল কেন্দ্রস্থল ছিল আরকে বিচ, ঋষিকোন্ডা বিচ, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং গীতাম বিশ্ববিদ্যালয়যেখানে মূল যোগ প্রদর্শনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এ সব আয়োজন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবার কাছে যোগ' আহ্বানকে বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা বৈঠকে বিভাগীয় সমন্বয়, অংশগ্রহণের রণনীতি, নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং সাংস্কৃতিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। শহরের পরিকাঠামো কতটা প্রস্তুত এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকারের একাধিক বিভাগ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে বলেই জানান কর্মকর্তারা, যা প্রধানমন্ত্রীর সেই বার্তার প্রতিফলনযোগ যেন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় কল্যাণে।

রাজ্যের সবচেয়ে উদ্যমী প্রকল্প হিসেবে উঠে এসেছে 'যোগান্ধ্র' উদ্যোগ। এই কর্মসূচির লক্ষ্য রাজ্যের দুই কোটিরও বেশি নাগরিককে দৈনন্দিন যোগাভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত করা। এর আওতায় রাজ্যজুড়ে যোগ সচেতনতা অভিযান, স্কুল-কলেজে যোগ শিবির এবং ২০ লক্ষ প্রশিক্ষিত যোগ অনুশীলনকারী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যে এক লক্ষ স্থানে আইডিওয়াই উদযাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে কেবল বিশাখাপত্তনমেই পাঁচ লক্ষের বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

আয়ুষ মন্ত্রক রাজ্য সরকারের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করে জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাপক পরিকল্পনা ও তৃণমূল স্তরের সম্পৃক্ততা আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে বাস্তবায়নের এক অনন্য উদাহরণ।

২১ জুন আসতে চলেছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যেখানে বিশাখাপত্তনম দেখাবেকীভাবে যোগ হতে পারে স্বাস্থ্য, ঐক্য ও ভারতের বৈশ্বিক নেতৃত্বের প্রতীক।

সিপাহীজলা জেলায় ৩০ জুন পর্যন্ত ৩২টি শিবির করা হবে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিপাহীজলা, ১৫ জুন: সিপাহীজলা জেলায় ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযান শুরু হবে ১৫ জুন এবং চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। গতকাল সিপাহীজলা জেলাশাসক কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিস্তরে মানুষকে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং গ্রামীণ মানুষের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে উক্ত অভিযানে জেলার ৩৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে মোট ৩২টি শিবির করা হবে।

এই শিবিরগুলিতে মানুষ পিআরটিসি, কাস্ট সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ইনকাম সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড কারেকশন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন, বিদ্যুৎ কানেকশন, উজ্জ্বলা বীমা যোজনায় গ্যাস কানেকশন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও তিনি জানান, খুব শীঘ্রই জেলায় ২৫টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার এবং জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২টি হোস্টেল নির্মিত হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রিংকু লাখের, জেলাশাসক অফিসের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ব্রাঞ্চ অফিসার সৌমেন দেবনাথ প্রমুখ।

বডি বিল্ডিং-প্রতিযোগিতায় এই প্রথম আন্তর্জাতিক পদক অর্জন করলেন ত্রিপুরার রিতা নাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: বডি বিল্ডিং- প্রতিযোগিতায় এই প্রথম আন্তর্জাতিক পদক অর্জন করলেন ত্রিপুরার রিতা নাগ। ভুটানে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভুটানে দক্ষিণ এশিয়ান বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের হয়ে অংশ নিয়ে ত্রিপুরার রীতা নাগ ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

শনিবার ৫৫ কেজি বিভাগে রীতা ব্রোঞ্জ পান। এটি রাজ্যের ইতিহাসে বডি বিল্ডিং-এই প্রথম আন্তর্জাতিক পদক। ভুটান থেকে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস এখবর জানান।

আখ্যানের বিকেল ও এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে বজ্রজ্ঞান কর্মা রেপার স্মরণসভা ও স্বরচিত গল্পপাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: আখ্যানের বিকেল এর সক্রিয় সদস্য, রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বজ্র জ্ঞান কর্মা রেপার স্মরণসভা আগামী ১৫ জুন, রবিবার, বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে এগিয়ে চল সংঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি আবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে "আখ্যানের বিকেলের গল্পপাঠের আসর'।

এবারের আয়োজনে ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত গল্প প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন গল্পকারের কণ্ঠে শোনা যাবে স্বরচিত গল্পপাঠ।

যারা পাঠ করবেন তারা হচ্ছেন ক বিভাগে স্নেহারিকা দে, খ বিভাগে দীপশিখা দে, মনোজিৎ সূত্রধর, দিবিয়াংকা সাহা, ইন্দ্রাক্ষী পোদ্দার,প্রসেনজিত দেবনাথ ও দীপান্বিতা ভৌমিক , গ বিভাগে প্রসেনজিৎ দেবনাথ,তানিয়া তলাপাত্র,স্নেহা সরকার, পপি মোদক, রশ্মিতা সাহা ও শশাঙ্ক ভট্টাচার্য।

এছাড়া অনুষ্ঠানে গল্প পাঠ করবেন গল্পকার দূর্বাঞ্জলি রায়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এগিয়ে চল সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন খ বিভাগে প্রথম কল্পদীপ বণিক ও গ বিভাগে দ্বিতীয় রশ্মিতা সাহা। সভাপতিত্ব করবেন আখ্যানের বিকেলের সহ-সভাপতি ডঃ প্রত্যুষ দেব।

৭ বছরে রাজ্যে খেলাধুলা এবং খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নে অনেক অগ্রগতি ঘটেছে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: রাজ্য হিসেবে ছোট হলেও ত্রিপুরা ক্রীড়াক্ষেত্রে অনেক সুনাম অর্জন করেছে। গত ৭ বছরে রাজ্যে খেলাধুলা এবং খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নে অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। আজ বিলোনীয়ার বি কে আই মাঠে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া শিবির ২০২৫-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় একথা বলেন।

তিনি বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্য সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামো খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের নামে উৎসর্গ করা হচ্ছে। নেশার করাল গ্রাস থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিরাট ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, আজকের দিনে ছেলেমেয়েদের বেশি করে মাঠ মুখী করে তুলতে অভিভাবকদের বড় ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের রাজ্য থেকে দীপা কর্মকারের মত আরও খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, পর্বতারোহী অরিত্র রায় প্রমুখ। অতিথিগণ বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের মধ্যে ফুটবল বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া শিবির জেলার মোট ৫৬টি কেন্দ্রে ২০ মে থেকে শুরু হয়েছিল। তা চলে ৭ জুন পর্যন্ত। এই শিবিরগুলিতে ১৪টি ইভেন্টে ৩,৪৮০ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে।

জেলা প্রশাসন এবং কৈলাসহর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫জুন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শনিবার দুপুরবেলা জেলা প্রশাসন এবং কৈলাসহর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার কৈলাসহরে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার, কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেববায়, ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনুপম পাল, জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক প্রশান্ত ক্লিকদার, ডঃ শঙ্কু শুভ্র দেবনাথ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সুকান্ত মলসই।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার, উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দিন কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত রক্তদান শিবিরে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৩৫টি শিবির করা হবে: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযান শুরু হবে ১৫ জুন। জনজাতীয় গৌরববর্ষ-এর অঙ্গ হিসেবে ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযান চলবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার।

জেলাশাসক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এ বিষয়ে জেলা পর্য্যায়ে সচেতনতা অভিযান আগামী ১৭ জুন জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৮টি ব্লকের ৩৫টি স্থানে আগামী ২০ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত শিবিরগুলি করা হবে। এই শিবিরগুলিতে আধার কার্ড, পিএম-কিষাণ, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, জনধন অ্যাকাউন্ট সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হবে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে এই কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা নেবে বলে জেলাশাসক আশা প্রকাশ করেছেন।

গবেষণা, উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানে গতি আনতে বড় নীতিগত সংস্কার ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং গবেষণা ও উদ্ভাবনের পরিবেশকে সহজতর করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সংস্কারের ঘোষণা করেন। তিনি জানান, এই সিদ্ধান্তগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ও সমর্থন ছাড়া সম্ভব হতো না। তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের বহুদিনের সমস্যার সমাধান করবে। বিশেষ করে সরঞ্জাম কেনাকাটায় বিলম্ব, কঠিন বিধি এবং অপ্রয়োজনীয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসান ঘটবে।

মূল সংস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক বা উপাচার্যদের বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি ও গবেষণা উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে সরকারি ই-প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল-এর বাইরে সরাসরি কেনাকাটার অনুমতি দেওয়া। এতদিন জিইএম-এর মাধ্যমে কেনাকাটা বাধ্যতামূলক ছিল, এমনকি যখন প্রয়োজনীয় জিনিস সেই প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যেত না, তখনও। এখন থেকে এই বাধ্যবাধকতা আর প্রযোজ্য হবে না। এর ফলে গবেষণার গতি বাড়বে এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা সহজ হবে।

সরকার সাধারণ আর্থিক নিয়ম-এর আর্থিক সীমাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন থেকে সরাসরি কেনাকাটার সীমা ১ লক্ষ থেকে বেড়ে ২ লক্ষ হয়েছে, বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে কেনার সীমা ১-১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২-২৫ লক্ষ করা হয়েছে। সীমিত টেন্ডার ও উন্মুক্ত টেন্ডারের সীমা ৫০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এখন ২০০ কোটি পর্যন্ত গ্লোবাল টেন্ডার অনুমোদন করতে পারবেনযা আগে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল।

এই সংস্কারগুলি বাস্তবায়নের আগে প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দফতরের নেতৃত্বে ১৩টি আইআইটি ও একাধিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, "আমরা লালফিতার দৌরাত্ম্য দূর করতে চাই। এটি দেশের বিজ্ঞান নেতৃত্বের ওপর সরকারের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।" তিনি আরও বলেন, এই পরিবর্তন গবেষণা ব্যবস্থাকে উদ্ভাবন-বান্ধব করে তুলবে এবং ভারতের বিজ্ঞাননির্ভিত্তিক অর্থনীতির লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তিনি জানান, এই সংস্কার জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃবিষয়ক নমনীয়তা ও স্বাধীনতা বাড়ানোর কথা বলে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে গবেষণার পথ বেছে নেওয়ার জন্য একটি সহায়ক পরিকাঠামো তৈরি করাও সরকারের লক্ষ্য।

এই ঘোষণার মাধ্যমে, মোদী সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গুরুত্ব, উদ্ভাবন-কেন্দ্রিক উন্নয়ন এবং যুব-নেতৃত্বাধীন ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গীকার আবারও স্পষ্ট হলো।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রাজেশ গোকলে (সচিব, বায়োটেকনোলজি বিভাগ), অধ্যাপক এ. কে. সুদ (প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা) এবং সুনীল কুমার (অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ) সহ একাধিক বিজ্ঞানী ও উর্ধতন আধিকারিক। এই সংস্কারগুলি গবেষকদের উৎসাহ দেবে, প্রকল্পে বিলম্ব কমাবে, এবং ভারতকে উদ্ভাবনী অর্থনীতির দিশায় আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেএমনটাই মনে করছে বৈজ্ঞানিক মহল।

রবিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে পিসিসির উদ্যোগে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পেটের স্বাস্থ্য মনের উপর যেমন প্রভাব ফেলে

ওনুর এরেম

গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, মানব দেহের কোলেস্টেরলের মাত্রা থেকে শুরু করে মানসিক রোগ সবকিছুর সাথে অন্ত্র বা পেটের স্বাস্থ্যের সংযোগ রয়েছে।

আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উপর পেটের স্বাস্থ্যের প্রভাব নিয়ে জ্ঞান যেমন বেড়েছে, তেমনি এই পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখার ব্যাপারে আগ্রহ বেড়েছে সমান তালে। পোলারিস মার্কেট রিসার্চের তথ্য অনুসারে, বিশ্বব্যাপী প্রোবায়োটিকের বাজার ২০২১ সালে প্রতি বছর প্রায় ছয় হাজার কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই হার সাত শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখা কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি কীভাবে আপনার পেটের স্বাস্থ্য ভালো করতে পারেন?

সুস্থ অন্ত্র কী? মানবদেহের অন্ত্র অর্থাৎ পাকস্থলী থেকে পায়ু

পর্যন্ত লম্বা প্যাঁচানো যে নালি থাকে সেটার গঠন বেশ জটিল। এই জটিল গঠনের কারণে, অন্ত্রের সুস্থতা সনাক্ত করা অন্যান্য অঙ্গের সুস্থতা সনাক্ত করার মতো সহজ নয়। অন্ত্রের স্বাস্থ্য পরিমাপ করার জন্য এমন কোনও একক উপায় নেই যা ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমাদের অন্ত্র মাইক্রোবস বা জীবাণুতে পূর্ণ। এদের সংখ্যা এতটাই বেশি যে সব মাইক্রোবসকে যদি একত্রিত করা হয়, তবে তাদের ওজন এক কেজি ৮০০ গ্রামের বেশি হবে। অন্ত্রে পিত্ত, শ্লেষ্মা, বিভিন্ন ধরণের অণুজীব, হজম হওয়া খাবার, অপাচ্য বা শোষিত খাবার, বিপাকীয় খাবার এমন বিভিন্ন ধরণের উপাদান থাকে। অন্ত্রের এসব উপাদানের প্রতি গ্রামে ১০ হাজার কোটি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. ক্যাটেরিনা জনসন অন্ত্র ও মস্তিষ্কের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি সুস্থ অন্ত্রে অনেক বৈচিত্র্যময় মাইক্রোবস বা জীবাণু থাকে। মাইক্রোবায়োম বিজ্ঞান এখনও তুলনামূলকভাবে একটি অপরিণত গবেষণা ক্ষেত্র, অর্থাৎ আমরা এখনও বিশদভাবে জানি না যে একটি সুস্থ অন্ত্র দেখতে কেমন হয়।

তিনি বলেছেন:- 'আমাদের মাইক্রোবায়োমগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এতই স্বতন্ত্র আর বৈচিত্র্যময়, তার মধ্যে মাইক্রোবায়োমগুলোর হাজার হাজার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে (এবং প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন স্ট্রেন রয়েছে), যার মধ্যে অনেকগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা জানি না।' অন্ত্র সুস্থ থাকা কেন জরুরি?- ডা. জনসন বলেছেন, অন্ত্র 'শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে' প্রভাবিত করতে পারে। মস্তিষ্ক ও অন্ত্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে যা গাট ব্রেইন এক্সিস অর্থাৎ বাংলায় অন্ত্র-মস্তিষ্কের অক্ষ নামে পরিচিত। এখানে অন্ত্র ও মস্তিষ্ক একে অন্যের জন্য অপরিহার্য - গবেষণায় দেখা গেছে যে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের অনুপস্থিতির কারণে মস্তিষ্কের বিকাশ অস্বাভাবিক হতে পারে। অন্ত্রকে কখনও কখনও দ্বিতীয় মস্তিষ্ক বলা হয় কারণ অন্ত্রে থাকে ব্যাকটেরিয়া মস্তিষ্কের ১০ কোটি নিউরনের মাধ্যমে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। নিউরন হলো আমাদের মস্তিষ্ক এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে থাকা কোষ যা আমাদের শরীরকে বার্তা দেয় যে কখন কেমন আচরণ করতে হবে।

আমাদের অন্ত্র, মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি করতে পারে যা আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। নিউরোট্রান্সমিটার এক ধরণের বার্তাবাহক যা স্নায়ুসন্ধি দিয়ে এক নিউরন থেকে অপর নিউরনে রাসায়নিক সিগন্যাল পাঠায়। আমাদের অন্ত্রের সবচেয়ে বড় কাজ খাদ্য থেকে পুষ্টি শোষণ করা। 'আমরা মলের মাধ্যমে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ পদার্থ হারাতে পারি না,' ভারতের গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজিস্ট ডা. ভেঙ্কটরামন কৃষ্ণ এমনটাই ব্যাখ্যা করেন। মেগান রসি, যিনি যুক্তরাজ্যের দ্য গাট হেলথ ডক্টর নামেও পরিচিত, এই চিকিৎসক বলেছেন, অন্ত্রে জীবাণুর ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে ৭০টিরও বেশি বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে হৃদরোগ ও শ্বাসযন্ত্রজনিত অসুস্থতা। সেইসাথে রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের মতো অটোইমিউন রোগও হতে পারে। আমাদের শরীর রোগ প্রতিরোধ করার ইমিউন কোষগুলোর প্রায় ৭০ শতাংশ আমাদের অন্ত্রে বাস করে এবং এই কোষগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমের সাথে প্রতিনিয়ত সংযুক্ত থাকে। বলেছেন ডা. রসি। এই কারণেই 'যেসব মানুষের অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো তাদের ইমিউন সিস্টেম স্বাভাবিক থাকে বলেই মনে হয়', তিনি যোগ করেন। কীভাবে আপনি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো করতে পারেন? কয়েক বছর আগে, ২০১৮ সালে আমেরিকান গাট প্রজেক্ট পরিচালিত এক গবেষণার পর, বিশেষজ্ঞরা অন্ত্রে মাইক্রোবায়োমের বৈচিত্র্য বাড়াতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে শুধু ফল ও সবজিই নয় বরং বীজ, মশলা আর বাদামও রয়েছে। ডা. রসি পরামর্শ দিয়েছেন, খাবারের রেসিপিতে ছোট ছোট অদলবদল করলে এবং বাজার থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ফল কিনলে এই বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। আপনি যদি সকালের নাস্তায় শস্যের তৈরি পরিজ খান তাহলে সেটা শুধু ওটস দিয়ে না বানিয়ে বাটির অর্ধেক ওটস এবং বাকি অর্ধেক রান্না করা কুইনোয়া দিয়ে খেতে পারেন এর উপর বিভিন্ন ফলের টুকরো ও বীজ ছড়িয়ে দিতে পারেন।' 'আপনি যদি সপ্তাহে একবার বোলোনিজ (মাংসের ডিশ) খান তাহলে সেখানে কিছুটা মাংসের বদলে ফাইবার সমৃদ্ধ মসুর ডাল মেশাতে পারেন।' যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস অনুসারে, একটি ফাইবার সমৃদ্ধ বা আঁশযুক্ত খাবার আমাদের পেট ভরে যাওয়ার এমন অনুভূতি দিয়ে থাকে। ফাইবার আমাদের হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে, এ কারণে যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন অন্তত ৩০ গ্রাম ফাইবার খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সাদা রুটির চাইতে হোল গ্রেইনের বাদামী রুটি বা দানাদার রুটি বেছে নিতে পারেন। সেইসাথে বাদামী চাল বা আস্ত গমের পাস্তা বেছে নিলে আপনার বেশি বেশি ফাইবার খাওয়া হবে। ফাইবারের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে আলু (যেমন: সিদ্ধ আলু) এবং ডালজাতীয় খাবার যেমন: মটরশুঁটি, মসুর ডাল বা ছোলা, যা স্টু (অনেক ঝোল দেয়া তরকারি), তরকারি ও সালাদে যোগ করা যেতে পারে। প্রোবায়োটিক খাবার (নির্দিষ্ট ধরনের ফাইবার ও কার্বোহাইড্রেট) অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে: কলা, পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ পাতা, রসুন, বাঁধাকপি, লিক, ওটস, অ্যাসপারাগাস, নেক্টারিন ফল, ব্লুবেরি ও আঙ্গুর।

অন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে পাকিস্তানের গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজিস্ট ড. হানিশা খেমানি বলেছেন, আমাদের বয়স যখন বিশের কোঠায় তখন সুযম, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া বা ডায়েট করা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। 'এই জটিল সময়ে আপনি আপনার খাবারের তালিকায় কী কী রাখছেন তা আপনার দীর্ঘস্থায়ী রোগ হবে কি হবে না, তা প্রভাবিত করতে পারে। এই সময়ের খাদ্যাভ্যাস পরবর্তী জীবনে মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। সেইসাথে সামগ্রিক শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারে,' তিনি বলেছেন। ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা একটানা না খেয়ে থাকা অর্থাৎ রাতের খাবার এবং সকালের খাবারের মধ্যে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা বিরতি রাখলে তা অন্ত্রের জীবাণুর উপকার করতে পারে। লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক টিম স্পেক্টর তার স্পুন-ফেড বইতে লিখেছেন: খাবার সম্পর্কে আমাদের যা বলা হয়েছে তার প্রায় সবকিছুই কেন ভুল। কোন খাবার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ? অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যালকোহল ও তামাক আপনার অন্ত্রের জন্য ভালো নয়, ডা. কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক বেশি প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন উপাদান থাকে যা আমাদের অন্ত্রে ''ভালো'' ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে দমন করে কিংবা ''খারাপ'' ব্যাকটেরিয়া বাড়িয়ে দেয়।

আপনি বিশ্বের কোথায় আছেন তার উপর নির্ভর করে, আপনি রাস্তার খাবার এড়িয়ে যাবেন কিনা। যদি আপনার দেশ বা শহরে রাস্তার খাবার অস্বাস্থ্যকর উপায়ে বানানো হয়, তাহলে সেই বিক্রেতাদের খাবার খাওয়া এড়িয়ে যেতে হবে। রাস্তা থেকে যদি ফল, শাকসবজি কিনে খাওয়ার আগে তা ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে যেন বিপজ্জনক ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এড়ানো যায়, ডা. কৃষ্ণ যোগ করেন। মানসিক চাপ আমাদের অন্ত্রকেও প্রভাবিত করে। এই চাপ থেকে অ্যাসিড রিফ্লাক্স - সহজ ভাষায় পেটে গ্যাস হওয়া এবং আলসারেশন বা পেটে জ্বালাপোড়া বাড়াতে পারে। ডা. জনসন বলেছেন, যারা অনেক বেশি মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন তাদের অন্ত্রে বৈচিত্র্যময় মাইক্রোবায়োম কম পরিমাণে থাকে। প্রোবায়োটিক এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কতটা কার্যকর?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রোবায়োটিক যদি নির্দিষ্ট কারণে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটা কাজ করতে পারে।

''এক্ষেত্রে আপনাকে এই প্রোবায়োটিক নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট সময় ধরে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে খেতে হবে'', বলেছেন ডা. মেগান রসি।

''আপনি যে প্রোবায়োটিক পণ্যটি দেখছেন সেটা আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করবেই এমন তথ্য প্রমাণ নেই বা এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না। বরং আমাদের কাছে যেগুলো বিক্রি করা হয় সেগুলো প্রতিদিন গ্রহণ করারও প্রয়োজন নেই।'' কিছু কিছু দেশে, প্রোবায়োটিক পণ্যের কোম্পানিগুলো গ্রাহকদের অন্ত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার প্রস্তাব দেয় এবং এজন্য তারা গ্রাহকদের থেকে তাদের মলের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পরীক্ষা করে। ডা. রসি বলেছেন, এসব পরীক্ষায় যেসব লাভ হয় বলে কোম্পানিগুলো প্রচার করে আসলে তেমন কোনও লাভ হয় না। তবে ওই পরীক্ষার মাধ্যমে আপনার অন্ত্রের জীবাণুর বৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারেন। ব্রিটিশ ডাক্তার এবং টিভি উপস্থাপক ডা. জ্যান্ডের মতে, এই পণ্যগুলো আপনি যে পয়সা দিয়ে কিনবেন সেটার যথাযথ মূল্য পাওয়াটা কঠিন হতে পারে। তারা আপনাকে সাধারণ কিছু পরামর্শ দেবে তবে এর কোনোটাই প্রমাণভিত্তিক নয়,' তিনি বলেছেন।

'আমি বলবো আপনার অর্থ বাঁচান এবং আপনার যদি অন্ত্রে সমস্যা হয় তবে আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন।'

ইয়োগা বা যোগব্যায়াম নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

মরিয়ম সুলতানা

ইয়োগা প্রশিক্ষকদের মুখে একটি কথা সবসময় শোনা যায় - ইয়োগা কেবল ব্যায়াম না, এটি সাধনা। সাধারণ দৃষ্টিতে ইয়োগাকে শারীরিক ব্যায়াম বা কসরত মনে হলেও বিষয়টি প্রকৃত অর্থে সে রকম নয়। এর সাথে মানসিক যোগসূত্র প্রবল বলে মনে করেন ইয়োগা প্রশিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা। এই বক্তব্যের পেছনে তাদের যুক্তি হল, ব্যায়াম মানে মোটাদাগে শরীরচর্চাকেই বোঝায়। কিন্তু ইয়োগা শুধু শরীর না, মনকেও স্থির করতে সাহায্য করে।

সেই সাথে, নিয়মিত ইয়োগা মানুষক বিভিন্ন রোগ থেকে আরোগ্য পেতেও সহায়তা করে। এই ইয়োগা নিয়ে অনেকের কৌতুহল রয়েছে। তারা বুঝতে চান, ইয়োগা আসলে কী? জিমনেশিয়ামে ব্যায়াম করা ও ইয়োগার মাঝে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? কিংবা ইয়োগা করলে আসলেই ওজন কমে কিনা।

প্রতিবছর ২১শে জুন বিশ্ব ইয়োগা দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক একটি স্বীকৃত দিবস, যার সূচনা হয়েছিল ২০১৫ সালে।

এই ১০তম ইয়োগা দিবসের প্রতিপাদ্য হল, 'ইয়োগা ফর সেলফ অ্যান্ড সোসাইটি', অর্থাৎ 'নিজের ও সমাজের জন্য যোগব্যায়াম।'

ইয়োগা আসলে কী?

'ইয়োগা' মূলত সংস্কৃত শব্দ। বাংলায় যার অর্থ 'যোগ', এর অর্থ সমন্বয় সাধন করা বা গ্রন্থিভুক্ত করা। কিন্তু কিসের সমন্বয় সাধন? বাংলাদেশি লেখক রণদীপম বসু তার 'ইয়োগা সুস্থতায় যোগচর্চা' বইতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে দেহযন্ত্রগুলোর কর্মক্ষমতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে স্নায়ুতন্ত্রের পূর্ণ পরিচর্যার মাধ্যমে মনোদৈহিক সম্পর্ক সূত্রগুলোকে প্রকৃতিগতভাবেই একাত্ম করাই হল সমন্বয় সাধন। এই পুরো বিষয়টিকে যদি আরও সহজভাবে বলি, তাহলে যা দাঁড়ায় ব্যক্তির মন ও শরীরকে শরীরচর্চার মাধ্যমে একসূত্রে গাঁথা বা যুক্ত করাকেই বলে যোগ বা ইয়োগা।

ইয়োগা আরও দু'টি নামে বহুল পরিচিত। যথা: যোগাসন ও যোগব্যায়াম। কিন্তু ''ইয়োগা''কে খণ্ডিত অর্থে শুধুমাত্র যোগ-ব্যায়াম না বলে একটি অতি বাস্তব ও প্রায়োগিক দর্শন হিসেবে দেখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন লেখক রণদীপম বসু।

''যোগ-ব্যায়াম হচ্ছে তার (দর্শনের) একটা অংশ মাত্র। তাই বলা যায়, সব যোগ-ব্যায়ামই মূলত ইয়োগা, কিন্তু ইয়োগা মাত্রেই যোগ-ব্যায়াম নয়, আরও বেশি কিছু'' বইতে তিনি লেখেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্ট শতকের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে ভারতীয় আর্ষ্যঋষি পতঞ্জলিকে আধুনিক যোগশাস্ত্রের জনক বলে ধরা হয়। তার মতে, ''ইয়োগা বা যোগসাধনা প্রচলিত বা উদ্দেশ্যহীন জাগতিক কর্মপ্রবাহে নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রয়োজনীয় সামর্থ অর্জনের লক্ষ্যে গুরুগৃহে শুধুমাত্র কিছুক্ষণ আসন বা শরীরচর্চা করা নয়। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। ইয়োগা হচ্ছে নিহিত লক্ষ্য নিয়ে দেহ মন ও আত্মশক্তিকে উৎকর্ষতায় উন্নীত করার একটি কার্যকর মাধ্যম।'' পতঞ্জলি যোগসাধনাকে মোট আটটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন, যেগুলোর পর্যায়ক্রমিক অনুশীলন করলে একটি উন্নত জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব বলে তিনি প্রস্তাব করেন। ইয়োগা'র উদ্ভব কোথায়? রণদীপম বসু তার বইতে লিখেছেন, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতায় বা তারও আগে থেকে ইয়োগার অস্তিত্ব ছিল। এই বিষটি আরও নিশ্চিত হওয়া যায় ওই সময়ের ইয়োগা- আসনের প্রত্ন- নিদর্শন থেকে। সেই সাথে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতার মতো শাস্ত্রীয় পুরাণগুলোতেও এর উল্লেখ আছে। তবে এই সাধনার সূত্রপাত প্রাচীন ভারতে হলেও সময়ের বিবর্তনে এর চর্চা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বহুবিধ ধারায় বিভক্ত হয়ে গোটা বিশ্বে পৌঁছে গেছে। সাথে যোগ হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সূত্র। যেমন: জুডো, ক্যারাটে, সু, জুজুৎসু, কুংফু, মার্শাল আর্ট বা সম্মোহন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মেডিটেশন, হিলিং, কোয়ান্টাম মেথড, যোগব্যায়াম ইত্যাদি। আসলে এই সবকিছুরই মূল লক্ষ্য শরীর, মন ও শক্তির মাঝে ভারসাম্য রাখা।

ইয়োগা করে কী কী লাভ হয়?

ইয়োগা প্রশিক্ষকরা বলে থাকেন, ইয়োগা করলে নানা ধরনের রোগ-বালাই থেকে নিরাপদ থাকা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ড. পুনম খেত্রাপাল সিং-এর --ডব্লিউএইচও-তে প্রকাশিত একটি নিবন্ধেও এ বিষয়টির উল্লেখ আছে। তিনি লেখেন, "ইয়োগা অনুশীলন করলে দেহ ও মন, এমনকি মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে এক ধরনের সংযোগ স্থাপিত হয়। এটি মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জনে সাহায্য করে।'' বাংলাদেশি ইয়োগা প্রশিক্ষক নায়লা বাশার জানান, ইয়োগা করলে হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করে তোলে। ''দেহের সব অংশে এটি কার্যকর। তবে কেউ যদি মনে করে, আজকেই ইয়োগা করে সব এচিভ করে ফেলবো, কিচ্ছু হবে না। কারণ এটা সাধনার ব্যাপার'' তিনি বলেন।

তার মতে, কেউ যদি ধৈর্য ধরে এবং মন থেকে নিয়মিত ইয়োগা অনুশীলন করেন, তাহলে তাদেরকে বিষন্নতা ততটা ছুঁতে পারে না। সেইসাথে, শরীরের বিভিন্ন ব্যথারও উপশম করা সম্ভব। বাংলাদেশের আরেক ইয়োগা প্রশিক্ষক আনিকা রাব্বানিও একই কথা বলেন। তার ভাষায়, ''আমাদের দেহ একটা মেশিনের মতো। তাকে মুভমেন্টের মাঝে রাখলে সে ভালো থাকে।'' এক্ষেত্রে তারা দু'জনই বিশেষভাবে নারী স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নায়লা বাশার বলেন, ''মেনোপজ শুরু হলে অনেক অসুবিধা শুরু হয়, যা ছেলেরা বুঝে না। আমরা মনে করি, আমি মনে হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আর হয়তো কোনোদিন আমায় আমার হাজব্যান্ডের সাথে ভালো লাগবে না। আমি বাইরে যেতে পারবো না। তখন ঘুম আসে, শুয়ে বসে দিন কাটিয়ে দেই।'' কিন্তু নিয়মিত ইয়োগা অনুশীলনে সেটি অনেকাংশেই কেটে যায় ও রাগ নিয়ন্ত্রণে থাকে, তিনি জানান। এর বাইরে অনেক নারীই আছেন, যারা পিরিয়ডের সমস্যায় ভুগেন। এ বিষয়ে এই প্রশিক্ষকের বক্তব্য, "একটু ধৈর্য ধরে আসনগুলো করলে পিরিয়ডের সমস্যাগুলো ঠিক হয়ে যায়, ঔষধ ছাড়াই।'' এর বাইরে নিয়মিত এই চর্চার সাথে জীবন-যাপন করলে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের কর্মক্ষমতা বাড়ে। মোট কথা, "শরীরের ইমিউন সিস্টেম অনেক স্ট্রং থাকে," বলেন মিজ রাব্বানি। ইয়োগা ও জিমের মাঝে প্রধান পার্থক্য কী? আমাদের চারপাশের অনেকে ধারণা, ইয়োগা ও জিম পরস্পরের প্রতিপক্ষ। কিন্তু বিষয়টি আদতে তেমন? ইয়োগা প্রশিক্ষকদের মতে, একদমই না। বরং, এই দু'টোকেই পাশাপাশি করার পরামর্শ দেন তারা।

তবে ইয়োগা ও জিমের কিছু সুবিধা-অসুবিধা আছে। জিম করলে দ্রুত ওজন ঝরিয়ে ফেলা যায়। "কিন্তু জিম আপনার শরীরকে যত তাড়াতাড়ি কমাবে, তত তাড়াতাড়ি ফ্যাটও করবে। ইয়োগা ছেড়ে দিলে মোটা হয় না, বলেন মিজ বাশার।

জিমের পাশাপাশি ইয়োগাও করা উচিৎ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইগোয়া মনের শান্তি আনে এবং "ফিটনেস ও গ্লোয়িং ফেইস" ধরে রাখতে সাহায্য করে। তবে মিজ রাব্বানি বলেন, "জিম ও ইয়োগা, দু'টোই শরীরের জন্য ভালো। কারণ একটি জিনিস করতে করতে শরীর অভ্যস্ত হয়ে যায়। শরীর সাড়া দেয় না।" "নারীদের বয়স চল্লিশের বেশি হলে মাংসপেশী ক্ষয় হওয়া শুরু হয়।

মেনোপজে গেলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় এবং আরও বেশি 'মাসল লস হয়'। সেজন্য মেয়েদের জন্য জিম করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতে আমাদের হাড় মজবুত থাকে" তিনি যোগ করেন। তবে জিমের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা আছে। অনেকে আছেন, যারা হার্টের রোগী। তাদের জন্য জিমের ভারী ব্যায়াম করাটা হিতে বিপরীত হতে পারে। "সেজন্য সবার জন্য জিম না। জিমে লাফালাফি করতে গেলে হার্টে চাপ দেয়। কিন্তু ইয়োগা একটু ধীর, স্থির গতি মেনে করা হয় বলে এটা তাদের জন্য ভালো," বলেন মিজ বাশার।

ইয়োগা'র কোনও বয়স বা সময় আছে? ১০ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ নারী-পুরুষ, কেউ চাইলেই ইয়োগা শুরু করতে পারেন। ইয়োগা শুরু করার জন্য যা লাগে, তা হল- ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্য, অধ্যাবসায় ও একাগ্রতা।

দৈনিক এক ঘণ্টা করে ইয়োগা করা শরীরের জন্য ভালো এবং ভোরবেলার ইয়োগা খুব বেশি উপকারী। "ঘরের মাঝে ইয়োগা না করে বাইরে করা ভালো, এটা প্রাকৃতিক। সকালের ঐ প্রাকৃতিক বাতাস মুখে লাগলে যে উপকারিতা পাওয়া যাবে, তা অন্যকিছুতে পাওয়া যাবে না," মিজ বাশার অলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে ঢাকায় খোলা স্থানে শরীরচর্চা করাটা বেশ কঠিন। তাছাড়া, অনেকেই আছেন, যাদের সকালে অফিস থাকে এবং অফিস শেষ করে এসে বাইরে বের হতে পারেন না। তাদের কথা ভেবে আনিকা রাব্বানি জানান, যেকোনও সময় ইয়োগা অনুশীলন করা যায়। "কিন্তু আইডিয়ালি খালি পেটে ইয়োগা করা বেটার," যোগ করেন তিনি। তাদের মতে, দৈনিক একাধিকবারও ইয়োগা অনুশীলন করা যায়।

ইয়োগা করলে ওজন কমে?

ওজন কমানোর উপায় জানা নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই এবং অনেকে মনে করেন, ইয়োগা অনুশীলন করে ওজন কমানো যায় না। তবে বাস্তবে এই ধারণা সঠিক নয়। ইয়োগা প্রশিক্ষক আনিকা রাব্বানি বলেন, "ইয়োগা করে ওজন কমানো যাবে। কিন্তু একটা বার্গার, এক বাটি পোলাও খেতে পারবেন না।" "বেশি খেলে ওজন কমবে না, পাঁচ ঘণ্টা ব্যায়াম করলেও না। সেক্ষেত্রে জিম নাকি ইয়োগা, সেটার ওপর এটি নির্ভর করবে না। ওজন কমানো নির্ভর করে ৭০ ডায়েট, ৩০ ব্যায়ামের ওপর," তিনি বলেন। এ বিষয়ে নায়লা বাশারও বলেন যে "বাইরে পোলাও খেয়ে যদি বলে ওজন কমছে না, তাহলে লাভ নাই। ইয়োগার জন্য শ্রম দিতে হয়, ইয়োগা জিমের থেকে টাফ।"

তিনি মনে করেন, কেউ যদি ইয়োগা অনুশীলনের মাধ্যমে ওজন কমাতে চায়, তাহলে তাকে অন্তত ছয় মাসের লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সুষম ও পরিমাণমাফিক খাবার খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইয়োগা'র জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ?

অনেকে সময়ের অভাবে বা টাকার কথা বিবেচনা করে ইয়োগাশালায় গিয়ে ইয়োগা করেন না। তারা হয় ইউটিউব দেখে দেখে একা একা ইয়োগা করেন। অথবা, অনলাইনে কোনও ইয়োগা সেন্টারের সাথে জুমে সেশন করেন। কিন্তু এর কোনোটাতেই খুব বেশি মাত্রায় উপকার হয় না। ইয়োগা প্রশিক্ষকরা বলেন, ইয়োগা আসলে গুরুমুখী শিক্ষা। অনেকটা ঐ নাচ শেখার মতো। একবার আয়ত্বে এসে গেলে একা একা ঘরে বসে অনুশীলন করা যায়। ইয়োগাকে আনিকা রাব্বানি বলেন, ''ইয়োগা গুরু-শিষ্য পরম্পরা।'' "একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে থেকে ইয়োগা শেখা উচিৎ। নিজে নিজে ইউটিউব দেখে ইয়োগা শেখা হয় না। আমি আমার জুমের শিক্ষার্থীদের বলি, ইয়োগা শেখা হচ্ছে না," তিনি যোগ করেন। "আমি এনাটমি শিখেছি। ফিমেল পেলভিস যে কতটা জটিল, সেটাও শিখেছি। এগুলো যদি ঠিকভাবে না বুঝে, তাহলে সমস্যা হয়।" তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, ''একজন গর্ভবতী নারী যদি প্রশিক্ষকের কাছে না গিয়ে নিজে নিজে ইউটিউব দেখে ইয়োগা করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে সবসময় একটা ঝুঁকি থেকে যায়।" "স্কুলে না গিয়ে পড়াশুনা করা যায়? হয়তো করে অনেকে। কিন্তু স্কুলের মতো ইয়োগাশালাতে গিয়ে ইয়োগা শেখাটা পুরোপুরি ভিন্ন।"

ইয়োগা কিভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশর সংস্কৃতিতে ইয়োগা অনেক আগেই মিশে গেলেও এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে খুব বেশিদিন হয়নি। মূলত, ২০১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক ইয়োগা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। জাতিসংঘের সেই অধিবেশনে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার হল ইয়োগা। এটি আমাদের দেহ, মন ও কর্মকে সমন্বয় করেএটি এমন এক পদ্ধতি, যা আমাদের শরীর ও আমাদের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য মূল্যবান।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী প্রয়াত বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

‘আরজেডির সহচর কংগ্রেস”: তেজস্বীর কাছে নতিস্বীকার করেছে কংগ্রেস, লালু-আম্বেদকর ইস্যুতে রাহুলকে কটাক্ষ প্রসান্ত কিশোরের

মুজাফফরপুর, ১৫ জুন: জন সুরাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রসান্ত কিশোর রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস এবং আরজেডি (রাষ্ট্রীয় জনতা দল)-কে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিহারে কংগ্রেস আরজেডির 'সহচরে' পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আগে কংগ্রেস লালু প্রসাদ যাদবের কাছে বন্ধক হয়ে গিয়েছিল, এখন সেই জায়গায় এসেছে তেজস্বী যাদব।'

আম্বেদকর বিতর্কে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে প্রকাশ্যে আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের সমালোচনা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন কিশোর। তিনি বলেন, 'আমি রাহুল গান্ধীকে বলছি, যদি আমার বক্তব্য ভুল প্রমাণ করতে চান, তাহলে একটা ছোট কাজ করুন শুধু একটা বিবৃতি দিন, যেখানে তিনি লালু প্রসাদের সমালোচনা করেন, যিনি ডঃ বি আর আম্বেদকরের ছবি পায়ের কাছে রেখেছেন।'

এছাড়াও, কিশোর অভিযোগ করেন, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী বিহারিদের নিয়ে যে 'পুরুষোচিত কাজ তাদের ডিএনএতে' এমন ব্যঙ্গ করেছেন, তার বিরুদ্ধেও রাহুল গান্ধী কোনও প্রতিবাদ করেননি।

তিনি আরও দাবি করেন, মুজাফফরপুরে এক নাবালিকা দলিত কন্যার উপর পাশবিক যৌন নির্যাতনের পর মৃত্যুর ঘটনায় বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডের (বিজেপি) পদত্যাগ করা উচিত।

এই ঘটনার মাধ্যমে প্রসান্ত কিশোর বিজেপি, কংগ্রেস এবং আরজেডি তিনটি দলকেই একযোগে আক্রমণ করলেন।

”’সাসপেনশন অফ অপারেশন” চুক্তি বাতিল করুন’: প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মণিপুর বিজেপি মুখপাত্রের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঊ ১৫ জুন ২০২৫ মণিপুরে স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বার্থে ”সাসপেনশন অফ অপারেশন” (ছদ্রঞ্জ) চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানালেন রাজ্যের বিজেপি মুখপাত্র টি. মাইকেল লামজাথাং হাওকিপ। ১৪ জুন, ২০২৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে পাঠানো একটি আনুষ্ঠানিক চিঠিতে হাওকিপ বলেন, কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (জ্ঞ্জ্ঞ) এবং ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট (ডড্ঞ্চ)-এর সঙ্গে বর্তমান চুক্তি নবায়নের কোনও যুক্তিসঙ্গততা নেই এবং তা মণিপুরের অখণ্ডতা ও সাংবিধানিক কাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনে থাকা মণিপুরে যদি এই চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়, তাহলে তা রাজ্যের জনমানসে নতুন করে ক্ষোভ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই পদক্ষেপকে জনসাধারণের কাছে সাম্প্রতিক জাতিগত সংঘর্ষে অভিযুক্ত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে “তুষ্টি” দেওয়ার সমান মনে হতে পারে।

হাওকিপ তাঁর চিঠিতে ২০০১ সালের 'গ্রেট জুন আপরাইজিং'-এর প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন, যখন ইন্দো-নাগা যুদ্ধবিরতির চুক্তি 'ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ছাড়া' বাড়ানো হয়েছিল এবং তাতে প্রাণ হারিয়েছিল ১৮ জন যুবক। সেই ঘটনা প্রতি বছর ১৮ জুন “বিরোধ ও আত্মত্যাগের প্রতীক” হিসেবে স্মরণ করা হয়। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই সংবেদনশীল সময়ে ”সাসপেনশন অফ অপারেশন” চুক্তি নবায়ন করা হলে ২০০১ সালের মতো বড় মাপের গণবিক্ষোভ দেখা দিতে পারে।

বিজেপি মুখপাত্র দাবি করেন, ”সাসপেনশন অফ অপারেশন” চুক্তির আওতায় থাকা গোষ্ঠীগুলি বহুবার চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে থাকা সেনাবাহিনী ও অসম রাইফেলস-এর কার্যকর নজরদারিতেও গাফিলতি রয়েছে। চুক্তির আওতায় থাকা ক্যাম্পগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখলেই সমস্যা সমাধান হবে না। বরং এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে “শান্তির শরিক” হিসেবে নয়, “জঙ্গি শক্তি” হিসেবে বিবেচনা করা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

হাওকিপ আরও উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি মণিপুর বিধানসভার ১২তম অধিবেশনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার সর্বসম্মতভাবে ”সাসপেনশন অফ অপারেশন” চুক্তি নবায়নের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় সেই সাংবিধানিক মতামত উপেক্ষা করা হলে তা ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিল ও রাজ্যের জনমতের পরিপন্থী হবে।

তিনি বলেন, কেন্দ্র যদি অবিলম্বে চুক্তি বাতিল করতে অক্ষম হয়, তাহলে অন্তত একটি নির্বাচিত সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হোক এবং সমতলের ও পাহাড়ের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের, বিশেষত থাডো জনগোষ্ঠীর, সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক।

হাওকিপ নিজেও একজন থাডো নেতা এবং মণিপুর সংকটে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি দাবি করেন, “মণিপুরের স্থিতিশীলতা এবং এখানকার আদিবাসীদের ভারতের উপর বিশ্বাস আজ সঙ্কটে পড়েছে।”তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও একবার অনুরোধ করেনন্যায়, সংবিধান ও জনআস্থার স্বার্থে অবিলম্বে ”সাসপেনশন অফ অপারেশন” চুক্তি বাতিল করা হোক এবং রাজ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া হোক।

‘ভারতের রক্ত সন্ত্রাসে ঝরার নয়’: সন্ত্রাস দমনে মোদীর কড়া অবস্থানকে কৃতিত্ব দিলেন অমিত শাহ, বললেন যোগী রাজেই আধুনিক হয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ

লখনউ, ১৫ জুন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার উত্তরপ্রদেশ পুলিশে নবনিযুক্ত ৬০, ২৪৪ জন কনস্টেবলের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন। এই উপলক্ষে রাজ্যস্তরীয় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ জানান, এই নিয়োগে জাতপাত, সুপারিশ বা ঘুষের কোনও স্থান ছিল না। পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে।

শাহ বলেন, “আগে পুলিশে নিয়োগ হতো জাতি ভিত্তিতে। কিন্তু আজ প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছ নিয়োগ সম্ভব হয়েছে। আজ উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছে রয়েছে সিসিটিভি, কন্টোল রুম, কমান্ড সেন্টার, পিসিআর ওয়ান এবং ১৫০টিরও বেশি ফরেনসিক ল্যাব ইউনিট। এই ব্যবস্থা আপনাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।”

নবনিযুক্ত কনস্টেবলদের উদ্দেশে শাহ আরও বলেন, “আজকের দিনটা আপনাদের জীবনের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আজ ৬০, ০০০-রও বেশি যুবক-যুবতী, যাঁরা রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা, জাতি ও সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, ভারতের বৃহত্তম পুলিশ বাহিনীর অংশ হতে চলেছেন।”

উত্তরপ্রদেশের আইন-শৃঙ্খলার আগের পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, “২০১৭-এর আগে রাজ্যে অপরাধ ছিল নিয়ন্ত্রণহীন। কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে রাজ্যের পুলিশ ব্যবস্থা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।”

তিনি জানান, ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত রাজ্যে পুলিশের আধুনিকীকরণের কোনও চিহ্ন ছিল না। কিন্তু ২০১৭ সালের পর চিত্রটা বদলেছে। “নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশে পুলিশের আধুনিকীকরণ শুরু হলেও উত্তরপ্রদেশে তা শুরু হয়েছে যোগী রাজেই,” বলেন অমিত শাহ।

তিনি আরও জানান, ভারতীয় দণ্ডবিধি, প্রমাণ আইন এবং নাগরিক প্রতিরক্ষা আইনে বড়সড় সংস্কার আনা হচ্ছে। তাঁর কথায়, “আগামী পাঁচ বছরে দেশে এমন অবস্থা তৈরি হবে, যেখানে একজন নাগরিকের এফআইআরের পর তিন বছরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব হবে।”

অনুষ্ঠানে তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য ও ব্রজেশ পাঠক, বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভূপেন্দ্র চৌধুরী এবং নবনিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২৩, ২৪, ২৫, ৩০ ও ৩১ আগস্ট রাজ্যের ৬৭টি জেলায় ১,১৭৪টি কেন্দ্রে এই বিশাল নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষাটি ছিল ভারতের অন্যতম বৃহৎ, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিনির্ভর নিয়োগ প্রক্রিয়া।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এক্স-এ এক নির্বাচিত প্রার্থীর ভিডিও শেয়ার করে লেখে, “৬০,০০০ স্বপ্নের মধ্যে এক কণ্ঠস্বর। প্রতিটি নবনিযুক্ত কনস্টেবলের পেছনে রয়েছে মেধা, সংকল্প ও এক স্বচ্ছ পরীক্ষার গল্প।”

গত আট বছরে উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৮.৫ লক্ষ মানুষকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

“মণিপুর সফর... কবে ?”: প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতির অভাব নিয়ে কংগ্রেসের প্রশ্ন

১৫ জুন : বিদেশ সফরে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। পার্টির অভিযোগ, যেখানে প্রধানমন্ত্রী একের পর এক বিদেশ সফরে সময়, শক্তি ও উৎসাহ ঢেলে দিচ্ছেন, সেখানে মণিপুরের চলমান সংকটে তিনি একবারও সহানুভূতি দেখাননিএটাই দেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

প্রধানমন্ত্রী মোদি আজ সকালে সাইপ্রাস, কানাডা ও ক্রোয়েশিয়ায় তিন-দেশীয় সফরে রওনা দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের মুখপাত্র ও সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক্স-এ লিখেছেন, “প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশ সফরের জন্য ‘উৎসাহ, উত্তেজনা ও উদ্যম’ দেখাতে পারেন, তখন তিনি মণিপুরের মানুষের যন্ত্রণা অনুভব করতে ‘সহানুভূতি’ কেন দেখাতে পারেন না?”

জয়রাম রমেশের বক্তব্য অনুযায়ী, মে ২০২৩ থেকে এ পর্যন্ত এটি মোদির ৩৫তম বিদেশ সফর। অথচ গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মণিপুর জ্বলছে জাতিগত সংঘর্ষে, যেখানে ২২০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তথাপি প্রধানমন্ত্রী এখনও রাজ্যের কোনো প্রতিনিধি বা রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেননি, যা ‘লজ্জাজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন রমেশ।

কানাডা সফর নিয়ে কটাক্ষ করে কংগ্রেস নেতার বক্তব্য, “একসময় মোদি কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বোঝাতে (খৃত্ন)প সূত্র ব্যবহার করেছিলেন। আজ সেই সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আমরা সবাই জানি।” তিনি আরও জানান, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি স্পষ্ট করেছেন যে, ভারতের মতো বৃহৎ অর্থনীতিকে ও৭ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রমেশ খোঁচা দিয়ে বলেন, “সম্ভবত মোদি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন যে, নীতি আয়োগের সিইও-র মতে, ভারত ২০২৫ সালের ২৪ মে থেকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে।”প্রধানমন্ত্রীর তিন-দেশ সফরসূচি অনুযায়ী, প্রথমে তিনি সাইপ্রাস যাবেন প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডুলাইডেস-এর আমন্ত্রণে। এরপর কানাডার কানানাসকিস শহরে ১৬-১৭ জুন অনুষ্ঠিতব্য ও৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন, এবং শেষে ১৮ জুন ক্রোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রে প্লেনকোভিচ-এর আমন্ত্রণে সে দেশে সরকারি সফর করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর একটি পুরনো ভিডিও শেয়ার করে রমেশ দেখান, কীভাবে ২০১৫ সালে মোদি গণিত সূত্রের মাধ্যমে ভারত-কানাডা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছিলেন। আজ সেই প্রেক্ষাপটেই প্রশ্ন উঠছেএক বছর ধরে জ্বলতে থাকা মণিপুরে প্রধানমন্ত্রী একবারও পা রাখেননি, এটিই কি রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতা ও অসমতা-এর চূড়ান্ত উদাহরণ নয়? উল্লেখ্য, মণিপুরে মেইতেই ও কুকি-জো জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ মে ২০২৩ থেকে এখনও অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সংকট সামাল দেওয়ার পদ্ধতি ও প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে কংগ্রেস ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন তুলছে।

২০২৮ সালের নির্বাচনের আগে মেঘালয়ে বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষিত

শিলং, ১৫ জুন : মেঘালয়ে ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে রাজ্য বিজেপি তাদের নতুন রাজ্য কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছে। ২০২৫-২০২৮ মেয়াদের জন্য গঠিত এই নতুন কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। শনিবার শিলংয়ে দলের রাজ্য সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেঘালয় বিজেপি সভাপতি রিকমান জি মোমিন এই কমিটির ঘোষণা করেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন কমিটির মূল লক্ষ্য হবে তৃণমূল স্তরে বিজেপির সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস’ বার্তাকে রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া।

নতুন কমিটিতে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন খ্রাওবকলাং বাসায়াওমইত (শিলং), বার্নার্ড এন মারাক (তুরা), লাখোন বিয়াম (পশ্চিম জয়ন্তিয়া হিলস), ডঃ (স্মটি) বার্নাডেট লিংদোহ (শিলং), ইঞ্জিনিয়ার বিপেন প্রধান (শিলং) এবং অনিল হাজং (তুরা)। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ানকিটবক পোশনা (শিলং) ও অমিতাভ সাহা (পশ্চিম গারো হিলস)। এদের দায়িত্ব থাকবে সাংগঠনিক রণনীতি ও দলের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুসংহত করা।

রাজ্য সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আনজি এলিসিয়া এ সাংমা (তুরা), বেলবোরা ওয়ানখার (পূর্ব খাসি হিলস), ড্যানিয়েলা এল নংলাইট (শিলং), সুখি পারিয়াত (শিলং), কমান্ডারফুল সানা (পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস) ও উইলবার ড্যাওগো মারাক (তুরা)। দলের আর্থিক শাখায় সরওয়ান ঝুনুনওয়ালা রাজ্য কোষাধ্যক্ষ ও অশোক সিংহনিয়া সহ-কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। মিডিয়া ও আইটি বিভাগে সাব্যসাচী ঘোষকে মিডিয়া কনভেনার, মারিয়াহম খারক্রাংকে মুখ্য

পুনেতে ইন্দ্রায়নী নদীর উপর পুরনো সেতু ভেঙে পড়ল, নদীতে ভেসে গেছেন ১৫—২০ জন, উদ্ধার অভিযান চলছে

পুনে, ১৫ জুন : মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার তালেগাঁও এলাকার কুন্দমালা অঞ্চলে রবিবার দুপুরে ইন্দ্রায়নী নদীর ওপর একটি পুরনো পদচারী সেতু ধসে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ জনের নদীতে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকারী দল ৫ থেকে ৭ জনকে নদী থেকে নিরাপদে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

দুপুর প্রায় ৩:৩০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সেতুটি দীর্ঘদিন ধরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল এবং যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে, প্রবল বর্ষণ ও নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সেতুর আশেপাশে বহু পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দা ভিড় জমিয়েছিলেন। হঠাৎ করেই সেতুটি ভেঙে পড়ে এবং সেখানে উপস্থিত অনেকেই নদীর তীব্র স্রোতে ভেসে যান।

ঘটনার পরই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তালেগাঁও দাভাড়ে থানার পুলিশ, দমকল বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স ও ডুবুরি দল সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু করে। এখনও পর্যন্ত ১৫টি অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। নিখোঁজদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি চলছে। ঘটনাস্থলে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-এর দুটি দলও মোতায়েন করা হয়েছে।

সেতু ভেঙে পড়ার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বর্ষার কারণে কাঠামোগত দুর্বলতা আরও বেড়ে গিয়েছিল, যা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।এই পদচারী সেতুটি দেবস্থান সঙ্যুক্ত পুনের দেউ শহরের কাছে অবস্থিত, যা সন্ত তুকারাম মহারাজের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত। ফলে সেখানে প্রতি রবিবারই পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের ভিড় দেখা যায়।ঘটনাটি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। তিনি এক্স-এ লেখেন, “পুনের মাওল তালুকার কুন্দমালায় ইন্দ্রায়নী নদীর সেতু ভেঙে পড়েছে। এতে অনেক নাগরিক নদীতে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সকলেই নিরাপদে থাকুন। ইতিমধ্যে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি সমস্ত সাহায্য পাঠাচ্ছেন। বর্ষা পর্যটনের সময় নাগরিকদের সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ করছি। সমস্ত নিরাপত্তা বিধি মেনে চলুন।”

জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থলে সমস্ত রকম সাহায্য পাঠানো হয়েছে এবং উদ্ধারকার্যে কোনও ত্রুটি রাখা হবে না। বর্ষার মরশুমে পর্যটকদের জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এখনও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে অভিযান জারি রয়েছে। সেতু ভাঙন ঘিরে পুনে জেলার পরিকাঠামো নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

মেঘালয়ের তুরা বাইপাস নির্মাণে কেন্দ্রের ৯৫১ কোটি টাকার মঞ্জুরি, যানজট কমাতে ও যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

তুরা,১৫ জুন : মেঘালয়ের তুরা শহরের যানজট নিরসন ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৯৫১.২৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এই অর্থে তুরা বাইপাস নির্মিত হবে, যা জাতীয় সড়ক ১২৭বি ও ২১৭ -কে যুক্ত করবে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকরি এই প্রকল্পের ঘোষণা করেন।

২৯.০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বাইপাসটি দুই লেন বিশিষ্ট হবে এবং এর সঙ্গে পেভড শোল্ডার থাকবে, যা নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল যান চলাচল নিশ্চিত করবে। বাইপাসটি শুরু হবে সাঞ্চোংগ্রে গ্রাম থেকে এবং শেষ হবে জেংগিচাকগ্রে গ্রামে, যা বর্তমানে ঘনবসতিপূর্ণ ও যানজটপ্রবণ তুরা শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়া পুরনো সড়ক পথকে এড়িয়ে যাবে।

গুহ্-২১৭ হলো গুয়াহাটি থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী শহর দালু পর্যন্ত পৌঁছনো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক। দালুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমস চেকপোস্টও রয়েছে। নতুন বাইপাসটি এই আন্তর্জাতিক করিডোরে চলাচলের গতি ও নিরাপত্তা বাড়াবে।

এই বাইপাস প্রকল্প তুরার অভ্যন্তরীণ রাস্তায় চাপ কমাবে, যানজট হ্রাস করবে এবং স্থানীয় ও পণ্যবাহী ট্র্যাফিক আলাদা করে দিয়ে যাতায়াত আরও মসৃণ ও দক্ষ করে তুলবে। তদুপরি, এটি সড়ক নিরাপত্তা বাড়াবে, পণ্য পরিবহণে সহায়ক হবে এবং মেঘালয়ের পশ্চিমাঞ্চলে উন্নত আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপন করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে রাজ্যের অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক থেকে একটি বড় মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পরিবহণ ব্যবসায়ীসবাই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সিকিমে প্রবল বৃষ্টিতে রোতক নদীতে জলস্ফীতির জেরে দুইজন ভেসে গিয়েছিলেন, সতর্ক স্থানীয়দের তৎপরতায় উদ্ধার

সিকিম, ১৫ জুন : পশ্চিম সিকিমের রোতক নদীতে জলস্ফীতির জেরে ভেসে যান দুইজন স্নানরত ব্যক্তি। তবে আশেপাশে উপস্থিত সতর্ক স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্রুত তৎপরতায় ওই দুইজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার (১৪ জুন) সন্ধ্যায়।

প্রবল ও টানা বৃষ্টির ফলে নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় আচমকা সৃষ্ট হয় ফ্ল্যাশ ফ্লাডের মতো পরিস্থিতি, যা ওই সাঁতারুদের সম্পূর্ণরূপে সতর্ক করে ফেলে।

পাম অয়েল পরিকাঠামোয় পথপ্রদর্শক অরুণাচল: রোইং ও রুকসিনে দেশের প্রথম সিপিও মিল স্থাপিত

ইটানগর, ১৫ জুন : ভারতের কৃষি খাতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল অরুণাচল প্রদেশ। রাজ্যটি দেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো নির্দিষ্ট ক্রুড পাম অয়েল (সিপিও) পরিকাঠামো গড়ে তুলে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে। রোইং ও রুকসিনে দুটি আধুনিক সিপিও মিল স্থাপন করে অরুণাচল এই খাতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে।

এই ঘোষণার পাশাপাশি রাজ্য সরকার ‘কৃষিনীতি ২০২৫---৩৫’ চালু করেছে, যা আগামী দশক ধরে রাজ্যের কৃষি খাতে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিশা দেখাবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু তাঁর এক্স হ্যান্ডেল থেকে এই নীতির আনুষ্ঠানিক সূচনা ও বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক উদ্যোগের কথা জানান।

নতুন কৃষিনীতি ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে চালু হয়েছে মিলেট, বাকউইট ও মধু মিশন, যার মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ চলছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে৫,১৯,৭০৩ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে মোট উৎপাদন।

কৃষিভিত্তিক পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইটানগর ও তেজু বিমানবন্দরের নিকট কোল্ড স্টোরেজ এবং গুদামজাতকরণ সুবিধা গড়ে তোলা হচ্ছে, যা ফসল কাটার পর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে কৃষিপণ্য সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

এই সব উদ্যোগ মিলিয়ে অরুণাচল প্রদেশের কৃষি খাত একটি সুসংহত রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের এই অগ্রগতি কেবল আঞ্চলিক কৃষকদের জন্য নয়, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষি-নির্ভর অর্থনৈতিক রূপান্তরের মডেল হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে টেট পরীক্ষার্থীরা এক সাংবাদিক সম্মেলনের অয়োজন করেন।

উত্তর প্রদেশে প্রথমবারের মতো রকেটের মাধ্যমে স্যাটেলাইট পে-লোড উৎক্ষেপণ, ইসরো ও থ্রাস্ট টেক ইন্ডিয়ার যুগান্তকারী সাফল্য

কুশীনগর, ১৪ জুন: ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) এবং থ্রাস্ট টেক ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে উত্তর প্রদেশের কুশীনগর থেকে শনিবার সফলভাবে রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো উত্তর প্রদেশের মাটিতে রকেটের মাধ্যমে একটি স্যাটেলাইট পে-লোড উৎক্ষেপণ করা হল।

বিকেল ৫টা ১৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে ১৫ কেজি ওজনের এই রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয় এবং এটি ১.১ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠে সফলভাবে নির্ধারিত পে-লোডটি নিক্ষেপ করে। পে-লোডটি নির্ভুলভাবে ৪০০ মিটারের মধ্যেই অবতরণ করে, যা এই পরীক্ষার পূর্ণ সফলতাকে নিশ্চিত করে।

এর আগে আহমেদাবাদে ইসরো-সমর্থিত পরীক্ষাগুলিতে ড্রোনের মাধ্যমে পে-লোড মোতায়েন করা হত। কিন্তু এই প্রথমবার সরাসরি রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ হল, যা উত্তর প্রদেশের জন্য এক ঐতিহাসিক অর্জন।

ইসরো এবং থ্রাস্ট টেক ইন্ডিয়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই সফল উৎক্ষেপণ আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য বৃহত্তর পরীক্ষার প্রস্তুতি। ওই সময় প্রায় ৯০০টি ছাত্র-ছাত্রী নির্মিত স্যাটেলাইট পে-লোড পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গেছে।

থ্রাস্ট টেক ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর বিনোদ কুমার জানিয়েছেন, "এই উদ্যোগের মাধ্যমে কেবল উত্তর প্রদেশ নয়, গোটা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মহাকাশ প্রযুক্তি নিয়ে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলা আমাদের মূল লক্ষ্য।"

এই সাফল্যের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

নকশা কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ ১৬ জুন থেকে শুরু, দেশের চারটি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ২০২৫: ভারতের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ ভূমি সম্পদ বিভাগ আগামী ১৬ জুন ২০২৫ থেকে নকশা কর্মসূচির অধীনে দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু করতে চলেছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি দেশের চারটি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, প্রথম পর্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম ব্যাচে যথাক্রমে হায়দরাবাদের এনআইজিএসটি-এ ১৬০ জন মাস্টার ট্রেনার (মে ২০২৫-এ) এবং দেশের পাঁচটি উৎকর্ষ কেন্দ্রে ১৫১ জন শহর স্থানীয় সংস্থা—এর কর্মকর্তাকে (২—৭ জুন ২০২৫) সাফল্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এই দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন ভূমি সম্পদ বিভাগের সচিব শ্রী মনোজ যোশী, ১৬ জুন সকাল ১০টায়। এই ব্যাচে দেশের প্রায় ৭৪টি শহর স্থানীয় সংস্থা থেকে নির্বাচিত ১২৮ জন জেলা ও ইউএলবি-স্তরের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবেন। তারা এক সপ্তাহব্যাপী হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ভূ-স্থানিক প্রযুক্তির ব্যবহার শিখবেন, যার মাধ্যমে শহরাঞ্চলের সম্পত্তি জরিপ আরও নির্ভুল ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

এই প্রশিক্ষণ ভারতের চারটি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে: যশবন্ত রাও চাভান অ্যাকাডেমি অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুনে; উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উৎকর্ষ কেন্দ্র, গুয়াহাটি; মহাত্মা গান্ধী স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, চণ্ডীগড়; এবং প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মাইসুরু।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াইয়ে বিকশিত ভারত সংকল্প সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ জুন: খোয়াইয়ে বিকশিত ভারত সংকল্প সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। রবিবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে খোয়াই নতুন টাউন হলে ২৫ বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডলের উদ্যোগে বিকশিত ভারত সংকল্পের সভার আয়োজন করা হয়।

এদিন এই সভার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি দলের সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। মঙ্গল দ্বীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন রাজিব ভট্টাচার্য ও রতন ঘোষ, সমীর কুমার দাস, দেবাশীষ নাথ শর্মা ,অনুকুল দাস ,বিনয় দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। আজকের হল সভায় কার্যকর্তাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

এদিনের বিকশিত ভারত সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন্তাধারা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে অবেমাত্র করেন। বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী যেসব কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলো বাস্তবায়নে দলের সমস্ত স্তরের নেতা কর্মী সমর্থকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ হোমে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ হোমে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সারা দেশব্যাপী রবিবার রক্তদান শিবির সংগঠিত করেছে। দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় স্টুডেন্ট হেল কমে রক্তদান শিবির সংঘটিত করা হয়।

রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রেজিনাল অফিসের কর্মকর্তারা জানান দেশব্যাপী আজকের দিনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এ ধরনের রক্তদান শিবির সংঘটিত করছে। তারা বলেন রক্তের সংকট রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সবার কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্ববান জানিয়েছেন। এবং দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ তারা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। আগামী দিনগুলিতেও তাদের এ ধরনের কর্মসূচি থাকবে বলে তারা জানান।

প্রধানমন্ত্রীর সাইপ্রাস, কানাডা ও ক্রোয়েশিয়া সফর শুরু, বৈঠকে জোর থাকবে বাণিজ্য, সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা ও বৈশ্বিক দক্ষিণের অগ্রাধিকার বিষয়ে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: প্রধানমন্ত্রী আজ সাইপ্রাস, কানাডা ও ক্রোয়েশিয়াএই তিন দেশের সফরে রওনা দিচ্ছেন। তিনটি দেশেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং বৈশ্বিক বিষয়ে মতবিনিময়ই সফরের মূল লক্ষ্য।

প্রথম পর্যায়ে, ১৫ ও ১৬ জুন তিনি যাবেন সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রে, যেখানে তাঁর সফরটি অনুষ্ঠিত হবে সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি মহামহিম নিকোস ক্রিস্টোডুলিদেস-এর আমন্ত্রণে। প্রধানমন্ত্রী জানান, "সাইপ্রাস আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এই সফরের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও গভীর করা এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ থাকবে।"

এরপর তিনি কানাডার কানানাস্কিসে যাবেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মহামহিম মার্ক কার্নির আমন্ত্রণে তিনি অংশ নেবেন জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই সম্মেলন বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের অগ্রাধিকারের বিষয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেবে। আমি অংশীদার দেশগুলির নেতাদের সঙ্গেও আলাপচারিতার প্রত্যাশায় রয়েছি।"

১৮ জুন প্রধানমন্ত্রী সফর করবেন ক্রোয়েশিয়া, যেখানে তিনি সাক্ষাৎ করবেন দেশটির রাষ্ট্রপতি জোরান মিলানোভিচ এবং প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ প্লেনকোভিচের সঙ্গে। এই সফর ভারতের পক্ষ থেকে ক্রোয়েশিয়াতে কোনও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রথম সফর, যা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এই সফর কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতেই নয়, বরং ভারতকে সমর্থনকারী অংশীদার দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানানো এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৈশ্বিক ঐকমত্য গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।"

এই তিন-দেশ সফরকে ঘিরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন বিশ্লেষকরা।

ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান জরুরি অবতরণ করল তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ জুন: কেরালার তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনিবার রাত ৯:৩০টা নাগাদ একটি ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান জরুরি অবতরণ করে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে জানা গেছে, জ্বালানি স্বল্পতা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠে খারাপ আবহাওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতের পবন শক্তি সক্ষমতা পৌঁছাল ৫১.৫ গিগাওয়াটে: প্রহ্লাদ জোশী নতুন উচ্চতায় নবীকরণযোগ্য শক্তি খাত

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: কেন্দ্রীয় নবীন ও নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী জানিয়েছেন, ভারতের পবন শক্তি সক্ষমতা বছরে ১০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৫১.৫ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। গত বছর এই পরিমাণ ছিল ৪৬.৪২ গিগাওয়াট।

বিশ্ব পবন শক্তি দিবস উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় মন্ত্রী বলেন, "দেশ ক্রমাগত উদ্ভাবন, সবুজ প্রযুক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে।"

মন্ত্রী আরও জানান, নবীকরণযোগ্য শক্তি খাতে ভারত অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। সৌরশক্তি থেকে শুরু করে পবনশক্তি পর্যন্ত, দেশ এক উজ্জ্বল এবং টেকসই ভবিষ্যতের দিশা দেখাচ্ছে।

প্রহ্লাদ জোশী বলেন, "২০১৪ সালে ভারতের সৌরশক্তি সক্ষমতা ছিল মাত্র ২.৮২ গিগাওয়াট। গত ১১ বছরে এই খাতে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে দেশ ২৫ গিগাওয়াট সৌর সেল উৎপাদন এবং ২ গিগাওয়াট ওয়েফার উৎপাদন ক্ষমতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছে।"

ভারত সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে নবীকরণযোগ্য শক্তি খাতে ৫০০ গিগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার গৌরব অরিত্র রায়কে সংবর্ধনা, 'নেশামুক্ত ত্রিপুরা'র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করার দাবি

আগরতলা, ১৫ জুন : এক স্বপ্নপূরণের গল্প, এক অদম্য সাহসের উপাখ্যান! গত ১৯ মে, সোমবার, সকাল ৭:৩১ মিনিটে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছেন অরিত্র রায়। তাঁর এই ঐতিহাসিক সাফল্যে গর্বিত গোটা ত্রিপুরা। এই গর্বের অংশীদার হতে আজ, ১৫ জুন ২০২৫, রবিবার, দুপুর ১টায় কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এক হৃদয়গ্রাহী সংবর্ধনা সভার।এই বিশেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি অরিত্রের এই পর্বতসম অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেন, যা নিঃসন্দেহে রাজ্যের যুবকদের জন্য এক বিরাট অনুপ্রেরণা। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দাবিটি তিনিই তোলেন — এভারেস্ট জয়ী ত্রিপুরার এই কৃতি সন্তানকে 'নেশামুক্ত ত্রিপুরা'র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করার দাবি! তাঁর মতে, অরিত্রের সাফল্য প্রমাণ করে ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমে সবকিছুই সম্ভব। এই বার্তাটিই রাজ্যের যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি, যাতে তারা মাদকের ভয়াল গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে আসে।বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ যুব সমাজকে সমাজের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অরিত্রের এই অর্জন কেবল একটি শৃঙ্গ জয় নয়, এটি প্রতিটি ত্রিপুরাবাসীর জন্য এক নতুন আশার আলো, যা দেখিয়ে দিল যে স্বপ্ন দেখার সাহস থাকলে যেকোনো বাধাই অতিক্রম করা সম্ভব।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা: ২২ তারিখ থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার

আগরতলা, ১৫ জুন ২০২৫: ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আজ দলের জেলা সভাপতি, ব্লক সভাপতি এবং বিভিন্ন শাখা সংগঠনের প্রধানদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আগামী দিনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আগামী ২২ তারিখ থেকে এআইসিসির (ঙ্জ্জঙ্খঙ্খ) নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য জুড়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযান চালানো হবে। এই প্রচারের মাধ্যমে কংগ্রেস কর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, বিশেষ করে বেকারত্ব, কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা জানান, এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের এবং রাজ্যের প্রকৃত চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং তাঁদের সচেতন করা। এই বৈঠকের মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্বকে আসন্ন প্রচার অভিযানের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

চুরি যাওয়া একটি বাইক, ই-রিক্সা সহ ৩ জন চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: চুরি যাওয়া একটি বাইক, ই-রিক্সা সহ ৩ জন চোরকে আটক করতে সক্ষম হয় বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় চুরি ছিনতাই এর ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। পুলিশ এসব অপরাধ প্রবণতা প্রতিহত করার জন্য প্রয়াস জারি রেখেছে। তাতে সাফল্য আসছে। বটতলা আউটপোস্টের পুলিশ বটতলা সবজি বাজার থেকে চুরি যাওয়া একটি ই-রিক্সা এবং একটি নম্বরবিহীন বাইক সহ তিন চোরকে আটক করেছে। সিসিটিভির ফুটেজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পুলিশ জিরানিয়া থেকে মূল পান্ডা শিবু সাহাকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তার বাড়ি আড়ালিয়া চৌমুহনী এলাকায়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরো দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের তিনজনের বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ তাদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পশ্চিম থানার ওসি এ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে জানান শিবু সাহা এ ধরনের চুরি কান্ডের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আগরতলা সেন্ট্রাল ও রোটারি ক্লাব আগরতলা সিটির যৌথ উদ্যোগে মোহনপুরের ঔরান চৌমনীতে রবিবার স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: মোহনপুরের ঔরান চৌমনীতে রবিবার স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রোটারেক্ট ক্লাব ও আগরতলা সেন্ট্রাল ও রোটারি ক্লাব আগরতলা সিটির যৌথ উদ্যোগে এবং দাশগুপ্ত প্যাথ ল্যাব ও ইনফো সেন্টারের সহায়তায় এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় সিধাই মোহনপুরের ঔরান চৌমনীতে। এ স্বাস্থ্য শিবিরের দ্বারা ২০০ এর অধিক সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডঃ শুভঙ্কর পাল, দন্ত চিকিৎসক ডক্টর প্রশান্ত মজুমদার, শিশু বিশেষজ্ঞ ডঃ নিহার রঞ্জন দাস প্রমুখ। এই স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয় সাধারণের মাঝে। একই সাথে রক্তদান শিবিরে ৩৫ জন সাধারণ মানুষ রক্ত দান করেছেন।

রোটারাক্ট ক্লাব ও আগরতলা সেন্ট্রাল আগামী দিনেও এরকমের সামাজিক কর্মসূচি জারি রাখবে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের পাশে দাঁড়াবে বলে জানিয়েছেন রোটারেক্ট ক্লাব এর সভাপতি কৃষ্ণজিত পাল।

শিশু সুরক্ষা হেল্পলাইন

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু অভিযোগ, এরপরও নাবালক শিশুটিকে তাদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য সিডব্লিউসি কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফলস্বরূপ, শিশুটিকে সারা রাত থানাতেই কাটাতে হয়েছে।এই ঘটনায় পিএলভি-র সদস্য সাংবাদিকদের সামনে গভীর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তিনি সিডব্লিউসি দপ্তরের এমন নিষ্ক্রিয়তা এবং দায়িত্বহীনতার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

নিজের বাগানের

● প্রথম পাতার পর

মাটির কাছে, আমার মানুষদের কাছে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার এটিই আমার ছোট্ট প্রয়াস।"

এই মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে মন্ত্রী আবারও প্রমাণ করলেননেতৃত্ব মানেই শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, বরং মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলা।

কেদারনাথের পথে

● প্রথম পাতার পর

এসওপি অনুযায়ী প্রতিটি উড়ানের আগে আবহাওয়া বিশ্লেষণ, হেলিকপ্টারের পূর্ণ প্রযুক্তিগত পরীক্ষা এবং শুধুমাত্র অভিজ্ঞ পাইলটদেরই দুর্গম হিমালয় অঞ্চলে উড়ানের অনুমতি দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটিও কাজ শুরু করেছে। দুর্ঘটনার পর সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্যে রোববার ও সোমবার সব হেলিকপ্টার পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসেও উত্তরকাশীর গঙ্গোত্রী যাত্রাপথে এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছিল। বারবার এমন প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা রাজ্যের হেলিকপ্টার পরিষেবার নিরাপত্তা ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। এখন গোটা দেশ ও ভুক্তভোগী পরিবার অপেক্ষা করছেএই তদন্ত এবং নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

মর্মান্তিক!

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে উঠে এবং সেখানে একটি ওড়না বেঁধে খেলা করতে থাকে। কোন এক সময় সিরি থেকে পা পিছলে গিয়ে তার গলায় ফাঁস লেগে যায়, এমনটাই দাবি পরিবারের সদস্যদের। পরবর্তী সময়ে তার পরিবারের লোকেরা ঘটনাটি দেখতে পেরে তাকে নিচে নামায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। দেখা যায় যে সে মৃত। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গোটা পরিবার। পাশাপাশি স্থানীয়রা এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায়। ঘটনাস্থলে কৈলাসহর থানার এসআই আশীষ পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। পাশাপাশি ওই নাবালকের মৃতদেহ কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকাবাসীরা জানায় ওই নাবালকের পরিবার অত্যন্ত গরিব, পাশাপাশি মৃত নাবালক পড়াশুনায় খুব মেধাবী ছিল। নাবালকের মৃত্যুকে ঘিরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

৪ কোটি ৮০ লাখের

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার তদন্তে নেমেছেন উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই। তিনি জানিয়েছেন, জব্দকৃত ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেটের আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় চার কোটি টাকা। এই কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গাড়ির চালক সঞ্জয় সাহানিকে আটক করা হয়েছে। সঞ্জয়ের বাড়ি চুরাইবাড়িতেই। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

পিস্তল, কার্তুজ সহ এক ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও পানিসাগর মহকুমার পুলিশ আধিকারিকের যৌথ নেতৃত্বে খেদাছড়া থানার অন্তর্গত মনাছড়া গ্রামে শনিবার রাতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে ললিত মোহন রিয়াং(৬৫) নামে এক ব্যক্তিকে পিস্তল ও তাজা কার্তুজসহ আটক করে পুলিশ। ধৃত ললিত মোহন রিয়াং স্থানীয় জনজাতিদের চৌধুরী হিসেবে পরিচিত। তাকে গ্রেফতারের পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। রবিবার সকালে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার দাবিতে স্থানীয়রা ঘেরাও করে খেদাছড়া থানা। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বাণিজ্য, সন্ত্রাসবাদ,

● প্রথম পাতার পর

দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানানো এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৈশ্বিক ঐকমত্য গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।"

এই তিন-দেশ সফরকে ঘিরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন বিশ্লেষকরা।

১১.৫ লক্ষ ছিনতাই কাণ্ডে

● প্রথম পাতার পর

কাছ থেকে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই করা হয়েছে বলে বিশালগড় থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন আক্রান্ত হাফেজ মিয়া ও তার ছেলে সাগর মিয়া। বিশালগড় থানা পুলিশ উক্ত ঘটনায় একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এই ছিনতাইয়ের ঘটনাটি গোকুলনগর রাস্তার মাথা এবং কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার জন্য একটি কলঙ্কজনক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। পুলিশ এই মামলার তদন্তে নেমে ভুঁইয়ামাথা এলাকা থেকে ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি ও স্কুটি সহ দুই কুখ্যাত ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন ভিকি মজুমদার (পিতার নাম মৃণাল মজুমদার, বাড়ি আমতলী পাণ্ডবপুর) এবং সাগর দাস (পিতার নাম অনিল দাস, বাড়ি গোকুলনগর রাস্তার মাথা)। শনিবার গভীর রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

এই দুইজনকে গ্রেফতারের পর পুলিশ জানতে পারে যে, সেদিন হাফেজ মিয়ার কাছ থেকে মূলত ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই করা হয়েছিল, ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নয়। এই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

জনজাতি এলাকার

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পের সুবিধা, পি এম বিশ্বকর্মা, মুদ্রালোন, মহিলা এবং শিশু কল্যাণকর প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার।

আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মৎস, কৃষি, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ইত্যাদি দপ্তরের বিভিন্ন সুবিধা সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিএসি চেয়ারম্যান বিপ্লব কুমার ঘোষ, কিল্লা বিএসি চেয়ারম্যান বাগান হরি মলসম, কাঁকড়াবন বিএসি চেয়ারম্যান উপেন্দ্র জমাতিয়া, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক সুভাষ আচার্য প্রমূখ।

জাতীয় স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা

● আটের পাতার পর

আগামী ১৯ শে জুন ত্রিপুরা ত্যাগ করবে।তাদের সাফল্য কামনা করে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের অভিভাবক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে দিঘীর শহর উদয়পুর একসময় রাজ্য এবং বহি:রাজ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সহিত উদয়পুরের গর্ব তুলে ধরেছিলো। বিগত সাত বছরে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে এই ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে উদয়পুর বঞ্চিত হয়েছিলো। প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে আশা করা হচ্ছে আগামী দিনগুলোতে উদয়পুর আবার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা তথা জাতীয় স্তরের খেলায় সুনাম অক্ষুন্ন রাখবে।

কৈলাসহরে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস

● আটের পাতার পর

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পাঁচজন মহিলা রক্তদাতাকে বিভিন্ন রক্তদান শিবিরে ধারাবাহিকভাবে রক্তদান করার জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলার ১৩টি ক্লাবকে রক্তদান ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ২২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

সদর আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি চ্যাম্পিয়ন, হলিক্রস রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি। সদর ভিত্তিক স্কুল ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো এ ধরনের চ্যাম্পিয়ন খেতাব। যদিও বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ, ডি এল এস মেথডের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তবুও বলা যেতে পারে, দুর্দান্ত খেলে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ৪৩ রানের ব্যবধানে দারুন জয় ছিনিয়ে আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা অর্জন করেছে। বিজিত হলিক্রস স্কুল পেয়েছে রানার্স আপ খেতাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে মিনিট দশেক দেরি হলেও মাঝখানে খেলা থামাতে হয় বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে। তবে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাজদীপ দেবনাথের ৩৪ রান রাহুল বর্মনের ২৫ রান এবং শাহিন জামান চৌধুরীর ২০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে হলিক্রস স্কুলের অভিনব তাঁতি ২১ রানে চারটি এবং ইয়াসমিত দেব রায় ২৩ রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হলিক্রস স্কুলের প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা ৪.২ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়।

পরবর্তী সময়ে অনুকূল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পুনরায় ম্যাচ শুরু করতে গেলে ডিএলএস মেথডে হলিক্রস স্কুলের সামনে ১৫ ওভারে ৯৬ রানের টার্গেট ধার্য্য হয়। অথচ নয় উইকেট হারিয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৫ ওভার ফুরিয়ে যায়। হেনরি ডিরোজিও একাডেমির উজ্জয়ন বর্মন তিন ওভার বল করে নয় রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট দখল করে হলিক্রস স্কুলের ব্যাটিং আস্ফালন একপ্রকার থামিয়ে দেয়। অতঃপর হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ৪৩ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে উজ্জয়ন বর্মন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

টেনিস সংস্থার ৯ দিনব্যাপী সামার কোচিং ক্যাম্প সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও ৭ থেকে ১৫ জুন অর্থাৎ নয় দিন ব্যাপি সামার টেনিস কোচিং ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়েছিল।

আজ, রবিবার ছিল তার অন্তিম দিন। আজ সকাল ৯টায় সামার টেনিস ক্যাম্প এর অন্তিম দিনে এক ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

তৎসঙ্গে নিয়মিত সর্বাধিক দুই বেলা অনুশীলন করেছে এই সামার ক্যাম্পে এরণ চক্রবর্তী ও দিয়া দেববর্মা দুই জন ক্ষুদে খেলোয়াড়কে স্মারক উপহারের উৎসাহিত করা হয়। আজকের এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি প্রণব চৌধুরী, সহ সভাপতি তড়িৎ রায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা ও চিন্ময় দেববর্মা, কোচ অবিনাশ সাহা, ফিটনেস ট্রেইনার সম্পা লস্কর প্রমুখ। এই সামার ক্যাম্প এর মধ্যদিয়ে রাজ্যের তরুণ খেলোয়াড়রা নতুন কিছু শিখেছে যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে এই প্রত্যাশা করছে ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

প্রথম টেস্টের উইকেট কেমন? ছ'দিন আগেই জানিয়ে দিলেন ভারতের পেসার প্রসিদ্ধ

প্রস্তুতি ম্যাচ দেখে বোঝা গিয়েছে, ইংল্যান্ড সফরে ভারতের প্রথম একাদশে এক পেসার হিসাবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের খেলা প্রায় পাকা। ভাল ছন্দেও রয়েছেন তিনি। ২০ জুন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেডিংলেতে প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে ভারত। তার ছ'দিন আগে সেখানকার পিচ নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের পেসার প্রসিদ্ধ।

হেডিংলেতে নিজেদের মধ্যেই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে ভারত। সেই ম্যাচ চলাকালীন প্রসিদ্ধ সেখানকার পিচ নিয়ে সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, "দেখে মনে হচ্ছে খুব ভাল পিচ। বল পড়ে ভাল ব্যাটে আসছে। আবার বোলারদের জন্যও কিছু সুবিধা আছে। ফলে সারা দিন ধরে ব্যাটার ও বোলারদের মধ্যে লড়াই দেখা যাবে।" প্রসিদ্ধ আরও বলেন, "প্রস্তুতি ম্যাচে বোলারদের কাছ থেকে ভাল কিছু স্পেল দেখা গিয়েছে। আবার ব্যাটারেরাও রান করেছে। ব্যাট ও বলের এই লড়াই দেখার অপেক্ষাতেই থাকেন দর্শকেরা।" তবে হেডিংলের মূল পিচে ম্যাচের আগে খেলার সুযোগ নেই কোনও দলের। ফলে সেই পিচ কেমন হবে তা ম্যাচের দিনই বোঝা যাবে। প্রসিদ্ধ যা ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে ব্যাট ও বলের লড়াই দেখা যাবে বলেই মনে হচ্ছে। সিরিজ শুরুর আগে ১০ দিনের শিবির হয়েছে ভারতের। প্রথমে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দুটো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে ভারত 'এ'। সেখানে ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা কয়েক জন খেলেছেন। প্রসিদ্ধের মতে, দলের মধ্যে এই প্রস্তুতি ম্যাচের খুব দরকার ছিল। তাতে প্রস্তুতি আরও ভাল হয়েছে। ইংল্যান্ড সফরে ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে ভারত। অর্থাৎ, বেঞ্চে বসতে হবে চার ক্রিকেটারকে। তাঁদের জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন প্রসিদ্ধ। তিনি নিজে অনেক সিরিজে বেঞ্চে থেকেছেন। তিনি জানেন, সুযোগ না পেলে ক্রিকেটারদের মনের অবস্থা কেমন হয়। প্রসিদ্ধ বলেন, "যখন সুযোগ আসবে তখন নিজের সেরাটা দেওয়ার দিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু সারা ক্ষণ ক্রিকেটের মধ্যে থাকলে চলবে না। তা হলে নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয়ে যাবে। আনন্দ করতে হবে। সতীর্থদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে হবে। তাতে সাজঘরের পরিবেশও ফুরফুরে থাকবে। কখন সুইচ অন আর কখন সুইচ অফ করতে হবে সেটা জানতে হবে। আমার মনে হয় সকলেই সেটা জানে।"এ বার শুভমন গিলের নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দল গিয়েছে ইংল্যান্ডে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মহম্মদ শামির মতো অভিজ্ঞরা নেই। অভিজ্ঞ বলতে লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাডেজা ও জসপ্রীত বুমরাহ। কোচ গৌতম গম্ভীরেরও এটা প্রথম ইংল্যান্ড সফর। তাতে অবশ্য তাঁদের উপর চাপ নেই বলেই জানিয়েছেন প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, "আমরা একটা দল হিসাবে খেলতে নামব। সকলে একসঙ্গে আছি। অনুশীলন করছি। মজা করছি। সাজঘরের পরিবেশ ফুরফুরে আছে। নিজেদের উপর চাপ নিচ্ছি না। আমাদের প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। আত্মবিশ্বাস আছে। মাঠে নামতে সকলে মুখিয়ে রয়েছে।" ২০ জুন হেডিংলেতে ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। পরের চারটে টেস্ট হবে এজবাস্টন, লর্ডস, ম্যাঞ্চেস্টার ও ওভালে। এই পাঁচ টেস্টের সিরিজ দিয়েই ২০২৫-২০২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপর পর্ব শুরু করছে ভারত। তাই শুরুটা ভাল হওয়া বেশি দরকার। সেই লক্ষ্যেই তৈরি হচ্ছেন শুভমনেরা।

বদলে যাচ্ছে রঞ্জির ফরম্যাট, সৈয়দ মুস্তাকে চালু হচ্ছে সুপার লিগ

আসন্ন ঘরোয়া ক্রিকেটের মরসুমে রঞ্জি ট্রফি হবে দুই ভাগে। তবে ফরম্যাটে সামান্য বদল আনা হচ্ছে। একই ভাবে বদলে যাচ্ছে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফরম্যাটও। শনিবার বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকের পর তেমনটাই জানা গিয়েছে।

ঠিক হয়েছে, প্রথম পর্বে ১৫ অক্টোবর থেকে রঞ্জি শুরু হয়ে চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বের খেলা হবে ২২ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি। নকআউট চলবে ৬-২৮ ফেব্রুয়ারি। বোর্ডের কর্তাদের মতে, দুই বিভাগে রঞ্জি আয়োজন করলে খেলোয়াড়দের উপর চাপ অনেকটাই কমানো যাবে।

রঞ্জির দুই পর্বের মাঝে আয়োজন করা হবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি এবং বিজয় হজারে ট্রফি। সৈয়দ মুস্তাক এবং মহিলাদের টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে সুপার লিগ ফরম্যাটে। অর্থাৎ প্রতিটি দল লিগ পর্যায়ে তিনটি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি-র শীর্ষে থাকা দুই দল ফাইনালে মুখোমুখি হবে। প্রতিযোগিতা আরও উত্তেজক করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া, সৈয়দ মুস্তাক ও বিজয় হজারেতে আসছে প্লেট বিভাগ। নীচে থাকা ছ'টি দল প্লেট বিভাগে নেমে যাবে। মহিলা, পুরুষ সব বিভাগেই এই নিয়ম চালু হচ্ছে।

রঞ্জি ট্রফিতে এ বার থেকে দু'টির জায়গায় একটি করে দলের উত্তরণ-অবনমন হবে। আগের কয়েক মরসুমে দু'টি করে দল প্লেট থেকে এলিটে উঠত। দু'টি করে দল এলিট থেকে প্লেটে নামত। বোর্ডের যুক্তি, প্লেট থেকে এলিটে ওঠা দলগুলি বাকি দলের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে না। তাই এই বদল। আগের বার মেঘালয় প্লেট থেকে এলিটে উঠে সাতটি ম্যাচই হেরেছিল।দলীপ এবং মহিলাদের চ্যালেঞ্জার্স ট্রফির খেলা হবে আঞ্চলিক ফরম্যাটে। ছ'টি আঞ্চলিক দল তৈরি হবে, যা বেছে নেবেন আঞ্চলিক নির্বাচক কমিটির সদস্যরা। অগস্টের শেষের দিকে দলীপ ট্রফি দিয়ে ঘরোয়া মরসুম শুরু হবে। ইরানি কাপ চলবে অক্টোবরে ১-৫ তারিখ পর্যন্ত।নিউ জিল্যান্ড সিরিজের সূচিও এ দিন ঘোষণা করা হয়েছে। এক দিনের ম্যাচগুলি হবে যথাক্রমে হায়দরাবাদ (১১ জানুয়ারি), রাজকোট (১৪ জানুয়ারি) এবং ইনদওরে (১৮ জানুয়ারি)। টি-টোয়েন্টিগুলি হবে নাগপুর (২১ জানুয়ারি), রাঁচী (২৩ জানুয়ারি), গুয়াহাটি (২৫ জানুয়ারি), বিশাখাপত্তনম (২৮ জানুয়ারি) এবং তিরুঅনন্তপুরমে (৩১ জানুয়ারি)।

পদপিষ্ট-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রুখতে মরিয়া ভারতীয় বোর্ড

আইপিএল জয়ের পর বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে জয়ের উৎসব করতে গিয়েছিল বেঙ্গালুরুর আরসিবি। বিশৃঙ্খলা এবং ভিড়ের জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। সেই ঘটনার পরেই জানানো হয়েছিল নতুন নির্দেশিকা তৈরি করার কথা। তার জন্য তিন সদস্যের কমিটি গড়েছে বোর্ড।

শনিবার বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক ছিল। সেখানেই এই কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়। বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকীয়া রয়েছেন কমিটির মাথায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল এবং কোষাধ্যক্ষ প্রভতেজ সিংহ ভাটিয়া। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নির্দেশিকা তৈরি করা হবে।

এক বিবৃতিতে বিসিসিআই জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুতে বিজয় উৎসবে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে অ্যাপেক্স কাউন্সিল একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ রকম ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা তৈরি করা হবে।

এই বৈঠকে ঠিক হয়েছে, একটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' তৈরি করা হবে, যে পাঁচ জন আম্পায়ার কোচ থাকবেন। তাঁদের কাজ হবে আম্পায়ারদের সার্বিক উন্নতি। এই পাঁচ আম্পায়ারের অবশ্যই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রত্যেককে প্রাক্তন হতে হবে।

একই ভাবে, তিন জন ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে একটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' তৈরি করা হবে। তাঁদের কাজ হবে ম্যাচ রেফারিদের পারফরম্যান্সের উন্নতি করা।

বৃহস্পতিবার অহমদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ২৭০ জন। মৃতদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করা হয়। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের প্রতিও শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে।

হরিয়ানায় জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবা জয় দিয়ে শুরু ত্রিপুরার শুভায়নের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুণভাবে আসর শুরু করলো শুভায়ন দাস। আজ, রবিবার থেকে হরিয়ানায় শুরু হয়েছে জাতীয় অনূর্ধ ৯ দাবা প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনে এক রাউন্ডের খেলা হয়। রাজ্য সেরা দাবাড়ু শুভায়ন প্রথম রাউন্ডে জয় পায়। পরাজিত হয়েছে দেবরাজ ভট্টাচার্য্য। বালিকা বিভাগের দুরন্ত খেলে অবন্তিকা চক্রবর্তী পয়েন্ট ভাগ করে। প্রথম রাউন্ড শেষে শুভায়নের পয়েন্ট ১, অবন্তিকাক হাফ এবং দেবরাজের শূণ্য। সোমবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাউন্ডের খেলা হবে।

নিউ জিল্যান্ড সিরিজের ম্যাচ ছোট শহরে করার ভাবনা বোর্ডের

আগামী বছর জানুয়ারিতে ভারতে সাদা বলের সিরিজ খেলতে আসবে নিউ জিল্যান্ড। সেই ম্যাচগুলি ছোট ছোট শহরে দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করছে বোর্ড। অর্থাৎ কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু বা চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরগুলি ম্যাচ পাচ্ছে না।

আপাতত যা ঠিক হয়েছে, তাতে জয়পুর, মোহালি, ইনদওর, রাজকোট, গুয়াহাটি, তিরুঅনন্তপুরম এবং নাগপুরে ম্যাচ হতে পারে। আরও কিছু মাঠ নিয়ে ভাবা হচ্ছে। তবে কোনওটিই চূড়ান্ত হয়নি। আগামী বছরের শুরুতে ভারতে আসবে নিউ জিল্যান্ড। শনিবার বোর্ডের অ্যাপেক্স কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকে সূচি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

দেশের মাটিতে ভারতের যাত্রা শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ দিয়ে, যা হবে অহমদাবাদ এবং দিল্লিতে। এর পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ফরম্যাটের সিরিজ রয়েছে। দু'টি টেস্ট (কলকাতা এবং গুয়াহাটি), তিনটি এক দিনের ম্যাচ (রাঁচী, রায়পুর এবং বিশাখাপত্তনম) এবং চারটি টি-টোয়েন্টি (কটক, মুল্লানপুর, ধরমশালা এবং লখনউ) খেলা হবে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে এই সিরিজ চলবে।এর মাঝে অস্ট্রেলিয়া সফরও রয়েছে। ১৯ অক্টোবর এবং ৮ নভেম্বরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত। নিউ জিল্যান্ড সিরিজের পর এশিয়া কাপ রয়েছে। তার পরে আইপিএল।

আবার বিতর্ক পাকিস্তান ক্রিকেটে!

বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের। এ বার বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে নিশানা করেছেন দলের প্রাক্তন কোচ জেসন গিলেসপি। তাঁর দাবি, ক্রিকেটের উন্নতির দিকে নকভির কোনও নজরই ছিল না। এমনকি, ২০ মিনিট গাড়ি চালিয়ে বৈঠকেও যেতেন না তিনি।

গত বছর এপ্রিল মাসে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার গিলেসপিকে পাকিস্তানের লাল বলের ক্রিকেটের কোচ করা হয়। সাদা বলের ক্রিকেটের কোচ নিযুক্ত হন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার গ্যারি কার্সনে। তাঁদের চুক্তি ছিল দু'বছরের। কিন্তু সাত মাস পরে তাঁরা দু'জন পদত্যাগ করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তাঁদের কাজে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করছে। ফলে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে তাঁদের।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে আবার পাক বোর্ডকে নিশানা করেছেন গিলেসপি। তিনি বলেন, "গ্যারি একটা দুর্দান্ত পরিকল্পনা করেছিল। ক্রিকেটারদের নিয়ে একটা শিবির করা হয়েছিল। সেখানে সকলে নিজের অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনা বাকিদের সঙ্গে ভাগ করে নিত। আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে গিয়েছিলাম। গ্যারি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গিয়েছিল।

রাজ্য স্কুল দাবা শুরু ২৬ জুলাই গঠিত হলো বিভিন্ন সাব কমিটি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনুষ্ঠিত হলো প্রথম বৈঠক। রাজ্য স্কুল দাবার দলগত আসর নিয়ে। ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে এ বারই প্রথম হতে চলেছে ওই আসর। ফলে ওই আসরকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দরভাবে শেষ করতে মরিয়া রাজ্য সংস্থার কর্তারা। এ নিয়ে রবিবার দুপুরে রাজ্য সংস্থার কর্তারা এক সভা করেন কৃষ্ণনগর ব্যানার্জি পাড়াস্থিত রাজ্য সংস্থার অফিস বাড়িতে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, সচিব মিঠু দেবনাথ সহ বিভিন্ন মহকুমার কর্তারা। আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা স্পষ্টভাবেই বলেন সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক।

এ নিয়ে গঠিত হয় বিভিন্ন কমিটি। আগামী ২-১ দিনের মধ্যে থেকেই ওই কমিটির কর্তারা বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে আসরের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। বর্তমান কমিটির কর্তাদের লক্ষ্য একটাই, নতুন এই ইভেন্টকে স্মরণীয় করে রাখা। এর জন্য সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন রাজ্য সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ। ৮ জেলার বিভিন্ন কর্তাদের নিয়ে আটটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির কর্তারাই বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করবেন। প্রসঙ্গত: ২৬-২৭ জুলাই দুদিন ব্যাপী রাজ্য স্কুল দলগত দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে হবে আসর। প্রতি দলে থাকতে পারবে ৫ জন দাবাড়ু। এন্ট্রি ফি ১ হাজার টাকা।

রেফারির গায়ে ক্যামেরা, ট্যাবে খেলোয়াড় বদলের আবেদন

শুরু হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। এ বারই প্রথম ৩২টি দেশকে নিয়ে এক মাস ধরে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। পুরোদস্তুর বিশ্বকাপের ধাঁচে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হতে চলেছে। ক্লাব বিশ্বকাপে দেখা যাবে কিছু নতুন নিয়ম, যা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা।

রেফারির জার্সিতে বডি ক্যামেরা

ম্যাচের সময় রেফারির জার্সির সামনের দিকে লাগানো থাকবে বডি ক্যামেরা। তাঁর সঙ্গে কানে লাগানো ইয়ারপিসের যোগাযোগ থাকবে। সম্প্রচারের সময় সেই ক্যামেরার দৃশ্য ব্যবহার করা হতে পারে। পাশাপাশি, কেউ রেফারির সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে বা খারাপ কথা বললে সেটাও ক্যামেরায় ধরা পড়বে।

অফসাইডে আরও প্রযুক্তি

ক্লাব বিশ্বকাপে অ্যাডভান্সড সেমি অটোমেটেড অফসাইড প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, একাধিক ক্যামেরা, বলে লাগানো সেন্সর থেকে আরও দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। অফসাইডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তা কাজে লাগানো হবে।

সাপোর্ট স্টাফদের হাতে ট্যাব

এত দিন কোনও খেলোয়াড় বদলাতে হলে চতুর্থ রেফারির কাছে গিয়ে বলতে হত। এখন প্রতিটি দলের সাপোর্ট স্টাফদের হাতে ট্যাব দেওয়া থাকবে। তার মধ্যেই পরিবর্ত খেলোয়াড়ের নাম জানিয়ে আবেদন করতে পারবেন তাঁরা। এতে ভুল কমবে এবং দ্রুত যোগাযোগ হবে।

গোলরক্ষকের আট সেকেন্ডের নিয়ম

ছয় সেকেন্ডের বদলে গোলরক্ষকেরা এখন আট সেকেন্ড বল ধরে রাখতে পারবেন। সেই নিয়ম লঙ্ঘন করলে ইনডিরেক্ট ফ্রিকিকের পরিবর্তে এ বার থেকে কর্নার কিক দেওয়া হবে।

পেনাল্টি কিকে 'ডাবল টাচ'

পেনাল্টি কিকের সময় খেলোয়াড়ের পা বলে দু'বার স্পর্শ করলে আবার তাঁকে শট মারতে দেওয়ার আগে প্রথম কিক খতিয়ে দেখা হবে। অনিচ্ছাকৃত হলে তিনি আবার কিক নিতে পারবেন। ইচ্ছাকৃত হলে গোল বাতিল করা হবে। রেফারির সঙ্গে কথা বলবেন শুধু অধিনায়ক

কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে হলে রেফারিকে আপত্তির কথা জানাতে পারবেন শুধু অধিনায়ক। বাকি খেলোয়াড়েরা রেফারিকে ঘিরে ধরতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে হলুদ কার্ড দেখাতে পারেন রেফারি।

বাইচুংকে 'দেড় লক্ষ টাকা বেতনে'র খোঁচা কল্যাণের

ভারতীয় ফুটবলে ডামাডোল লেগেই রয়েছে। এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে হংকংয়ের কাছে হার যেন বিরাট ঝাঁকি দিয়েছে দেশের ফুটবলমহলকে। প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া যেমন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার। এবার ফেডারেশনের মিটিংয়ে বাইচুংকে পালটা 'দেড় লক্ষ টাকা' বেতনের খোঁচা দিলেন কল্যাণ।

ফেডারেশন সভাপতি বলেন, "৩-৪ জন ব্যক্তি এই অপপ্রচার চালাচ্ছে। হয় তাঁরা আগে ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নয়তো আমার সময়কালে নির্বাচনে হেরেছেন। আমার ও আমার পরিবারের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠছে। কিন্তু আমি শুধু তথ্য নিয়ে কথা বলতে চাই। বাইচুং সম্মানীয় ফুটবলার। আমাদের দেশের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। কিন্তু ও এআইএফএফের পরামর্শদাতা ছিল। দেড় লক্ষ টাকা বেতন পেত। তাছাড়া ওর অন্যান্য খরচও দেওয়া হয়। ও এআইএফএফের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ে থাকত। চাইলে সেখানে 'দুর্নীতি' নিয়ে কথা বলতে পারত। সেই মিটিংয়ের মিনিটস তো সহজেই দেখা যায়।"

বাইচুংকে আরও খোঁচা দিয়ে কল্যাণ বলেন, "বাইচুং কিংবদন্তি। কিন্তু প্লেয়ার ও তাদের পরিবারের আবেগ নিয়ে খেলছে। ওর দল ভুটিয়া অ্যাকাডেমি মিনার্ভা অ্যাকাডেমির কাছে ৩১-০ গোলে হেরেছিল।" কিন্তু কল্যাণের 'সাফাইয়ে' সন্তুষ্ট নয় দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। তাঁদের বক্তব্য, বাইচুংকে আক্রমণ করে কি ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান অবস্থার সমাধান করা যায়?

কল্যাণের আরও বক্তব্য, ২০৩১-র এএফসি এশিয়ান কাপ আয়োজন করতে চায় ভারত। উল্লেখ্য, বাইচুং বলেছিলেন, "ভারতীয় ফুটবলকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে কল্যাণ চৌবে। এখনই ওর পদত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত। একের পর এক বিতর্ক, দুর্নীতি হচ্ছে। এত মাস কেটে যাওয়ার পরেও জানা নেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন কে? টেকনিক্যাল কমিটিকে উপেক্ষা করে মানোলোকে কোচ করা হল। তিনি এফসি গোয়ার সঙ্গেই জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলালেন। আসলে তৃণমূলস্তরে কোনও উন্নতি হচ্ছে না। মাঠের বাইরে কেবলই খারাপ খবর। সমস্ত কিছুর প্রভাব পড়ছে জাতীয় দলের পারফরম্যান্সে।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চিকিৎসকের গাফিলতিতেত রোগীর মৃত্যু অভিযোগ ঘিরে ধর্মনগরে উত্তেজনা

ধর্মনগর, ১৫ জুন : সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগে উত্তর জেলার ধর্মনগর হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মৃতার নাম শুক্লা দাস (৬০)। এই ঘটনায় চিকিৎসকের চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন মৃতার পরিবার। অভিযোগ উঠেছে, পেটে ব্যথা নিয়ে কাতরালেও সময়মতো চিকিৎসক না আসায় মাঝবয়সী এই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে মৃতদেহের ময়নাতদন্তে প্রথমে নারাজ থাকলেও, পরে ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জানা গেছে, শনিবার সকালে ধর্মনগর মহকুমার ঢুপিরবন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা শুক্লা দাসকে পেটে ব্যথার সমস্যা নিয়ে পরিবারের লোকজন ধর্মনগর স্থিত উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তাকে সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। মৃতার ছেলে অমল দাস জানান, তার মাকে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন সার্জারি ওয়ার্ডের ইনচার্জ সার্জন ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। মায়ের পেটে ব্যথার জন্য সিটি স্ক্যান করানো হয়। সিটি স্ক্যান এবং ইনজেকশন ও স্যালাইন দেওয়ার পর থেকেই মায়ের পেট ফুলতে শুরু করে, কিন্তু প্রস্রাব হচ্ছিল না।

অমল দাস অভিযোগ করেন, পরবর্তীতে কর্তব্যরত চিকিৎসক শেখর সরকার রোগীর আশঙ্কাজনক অবস্থা জানিয়ে সার্জন স্পেশালিস্ট ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও, তিনি আসবেন বলে আর আসেননি। ফলে বিনা চিকিৎসায় তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। অমল দাসের দাবি, যদি ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য্যের সরকারি হাসপাতালে রোগী দেখার সময় না থাকে, তাহলে তার মাকে ভর্তি না করে অন্যত্র রেফার করে দিলে হয়তো অন্য কোথাও চিকিৎসা করিয়ে তার মাকে বাঁচানো যেত। তিনি বলেন, "সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টা নষ্ট করে আমার মাকে মারার পেছনে সম্পূর্ণ দায়ী সার্জন ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য।" চিকিৎসকের গাফিলতির কারণেই তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি ধর্মনগর থানায় গোটা ঘটনায় একটি মামলা নথিভুক্ত করবেন বলে জানান এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি চান, তার মায়ের মতো আর কোনো রোগী যেন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের গাফিলতির কারণে বিনা চিকিৎসায় মারা না যান। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এদিকে, জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শেখর সরকার জানান, রোগীর আত্মীয়রা দু'বার তার কাছে রোগীর সমস্যা নিয়ে আসেন এবং তিনি দু'বার রোগীকে দেখে প্রাথমিক ওষুধ দেন। তিনি ওই রোগীর স্পেশালিস্ট ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য্যকে ফোন করে রোগীর অবস্থা গুরুতর জানালে, ডাঃ ভট্টাচার্য্য আসতে দেরি হবে বলে জানান। পরে সন্ধ্যা নাগাদ রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর আসে এবং সার্জারি ওয়ার্ডে গিয়ে তিনি দেখতে পান রোগী মারা গেছেন।

শেখর সরকার জানান, যেহেতু সকাল থেকে ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য্য ওই রোগীকে দেখছেন এবং বিষয়টি তার নলেজে ছিল, আর এটি সার্জারি কেস, তাই সার্জনের মতামত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেহেতু ডাঃ ভট্টাচার্য্য আসতে দেরি হবে বলেছিলেন, তাই তিনি ওই চিকিৎসকের অপেক্ষায় ছিলেন। রোগীর আত্মীয়দের রেফার করারও সরাসরি কোনো সুবিধা ছিল না।

তিনি বলেন, স্পেশালিস্ট হাসপাতালে ছিলেন এবং তাকে তথ্য জানানো হয়েছিল। যদি স্পেশালিস্ট বলতেন তিনি আসবেন না বা আসতে অসুবিধা হবে, তাহলে তিনি রোগীর আত্মীয়দের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেন। তার মতে, সার্জন স্পেশালিস্টের সাথে সাথেই আসা উচিত ছিল। তিনি আরও জানান, রোগীর মৃত্যু হলেও ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য্য একবারের জন্যও হাসপাতালে আসেননি।প্রথমদিকে রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারাজ থাকলেও, হাসপাতালের তরফে ধর্মনগর থানায় খবর দিলে পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসে। পরে ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত হয়। রবিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।এই ঘটনার পর হাসপাতাল চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের আত্মীয়স্বজন অভিযুক্ত চিকিৎসক সার্জনের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবারও ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামো ও দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তবে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরই পরিষ্কার হবে প্রকৃত দায় কার। আপাতত জেলাজুড়ে এই ঘটনা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: কুলাইয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুটি বসতঘর পুড়ে ছাই হল। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই কুলাই হরিণমারা এলাকায় দেবাশিস দেববর্মার বাড়ি। রাস্তার বেহাল দশায় ব্যাহত হয় অগ্নিনির্বাপণ। শনিবার রাতে কুলাইয়ের হরিণমারা এলাকায় দেবাশীষ দেববর্মা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে তাঁর দুটি বসতঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

জানা গেছে, অগ্নিকাণ্ডের সময় দেবাশীষ দেববর্মা সপরিবারে বাড়িতে ছিলেন না। এলাকাবাসীরা হঠাৎ করে তাঁর বাড়িতে আগুন দেখতে পেয়ে দ্রুত অগ্নিনির্বাপক দফতরে খবর দেন। তবে, এলাকার রাস্তার বেহাল দশার কারণে দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে সময় মতো পৌঁছাতে পারেনি। ফলস্বরূপ, দমকল বাহিনী পৌঁছানোর আগেই ঘর দুটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

যান দুর্ঘটনা রুখতে বিশালগড় প্রশাসনের বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ জুন: বিশালগড় ব্রীজ চৌমুহনি এলাকায় দুর্ঘটনা রোধে বিশেষ অভিযান সম্পন্ন হল জেলা পুলিশ প্রশাসনের। সিপাহীজলা জেলা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্ঘটনার দিক দিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। তার মধ্যে বিশালগড় মহকুমা প্রথম। এই দুর্ঘটনারোধে সিপাহীজলার জেলা পুলিশ প্রশাসন রবিবার দুপুরে বিশালগড় ব্রিজ চৌমুহনীতে স্পেশাল ড্রাইভ করেন। এদিনে হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের করা হয় জরিমানা, সমস্ত কাগজপত্র ঠিক রয়েছে কিনা যানবাহনের সেই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। দ্রুতগতিতে বাইক চালকদেরও এদিন করা হয় জরিমানা।

এদিনের স্পেশাল ড্রাইভে ছিলেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত, বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেন সহ ট্রাফিক ইউনিটের সমস্ত কর্মীরা। এই দিনে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে প্রায়ই ৫০ হাজার টাকার মতো জরিমানা আদায় করেন ।

কৈলাসহরে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ জুন: কৈলাসহর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে গতকাল বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডা. তমাল মজুমদার, কৈলাসহর মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সুকান্ত মলসই, কৈলাসহর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনুপম পাল ও সম্পাদক শুভাশিস চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলাশাসক ডা. তমাল মজুমদার বলেন, রক্তের কোনও বিকল্প নেই। বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাক, রক্ত তৈরি করা এখনও সম্ভব নয়। একজন মানুষের রক্তই আরেকজন মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডা. শঙ্খশুভ্র দেবনাথ রক্তদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডা. অয়ন রায়, চাইল্ড ম্যারেজ ও টিনএজ প্রেগন্যান্সি বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুক্ত ক্যুইজ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এক চক্ষু পরিক্ষা কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়।

মণিপুরে মাদক ও বিপুল অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার

তেংনৌপাল, ১৫ জুন : মণিপুরে মাদক ও অস্ত্রচক্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে বড় সাফল্য মিলেছে। ১৩ জুন তেংনৌপাল জেলার সীতা মোটর ভেহিকল চেকপোস্টে একটি মারুতি সুজুকি ফ্রঙ্কস গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৪.১৫২ কেজি সন্দেহভাজন আফিম। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়মোঃ আজাদ খান, মোঃ মকসুদ ও আলিনা বিবি (তিনজনই থৌবাল জেলার লিলংয়ের বাসিন্দা), এবং হ্যাচি জো (চেলেপ গ্রাম, তেংনৌপাল জেলা)। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ছয়টি মোবাইল ফোন ও দুটি আধার কার্ডও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এর পরদিন, ১৪ জুন, লিলং এলাকা থেকে আরও একজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত মাকাকময়ুম ববয় ওরফে সাদামের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৪১ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন বা ব্রাউন সুগার। অন্যদিকে, খোংজম থানার অধীনে তেন্থা সামুচিং এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম, যার মধ্যে রয়েছে একটি .৩০৩ রাইফেল, একটি ৭.৬২ মিমি এসএলআর রাইফেল, ৪৮টি তাজা কার্তুজ, টিয়ার গ্যাস শেল ও অ্যান্টি-রায়ট কার্টিজ।

১৩ ও ১৪ জুন রাতের মধ্যবর্তী সময়ে রাজ্যের পাঁচটি উপত্যকা জেলার উপকণ্ঠে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বড় মাপের তল্লাশি অভিযান চালায় নিরাপত্তাবাহিনী। অভিযানে উদ্ধার হয় ৩২৮টি আগ্নেয়াস্ত্র, যার মধ্যে রয়েছে এসএলআর, আইএনএসএএস, একে-সিরিজ রাইফেল, এলএমজি, এমপি৫ ও একটি মর্টার। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে ৫৯১টি বিভিন্ন ম্যাগাজিন, ৮,৬০০-রও বেশি রাউন্ড তাজা গুলি, গ্রেনেড, ডিটোনেটর, টিয়ার গ্যাস শেল ও আরও বহু যুদ্ধসামগ্রী।

এই অভিযান মণিপুর পুলিশের অবৈধ অস্ত্র ও মাদক বিরোধী অভিযানে একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যে ধরনের কৌশলগত পদক্ষেপ প্রয়োজন, এই অভিযান তারই প্রতিফলন। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে নাগরিকদের আহ্বান জানানো হয়েছে, কেউ যদি কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ বা ব্যক্তিকে দেখতে পান, তাহলে যেন অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় বা কন্টোল রুমে খবর দেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক ধরতী আবা অভিযানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন: সারা রাজ্যের সাথে ধরতী আবা জনভাগিদারী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা ভিত্তিক এক বিশেষ জনসচেতনতা ও প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর ভিলেজ কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, জনজাতিদের সামগ্রিক উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তাঘাট, পানীয়জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে তিনি এলাকায় সর্বদা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বাল্য বিবাহ রোধে ও ড্রাগসের বিরুদ্ধে সমাজের সকলস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এর সদস্য দীপায়ন চৌধুরী, জেলা শাসক মো. সাজাদ পি, বিলোনিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক দেবাশিস দাস প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন অতিরিক্ত জেলা শাসক হেমন্ত দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী নকুল পাল। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ঋষ্যমুখ ব্লকের বিডিও মো. নুরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ঋষ্যমুখ ব্লকের ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সুমন উঁচই। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ আইসিডিএস প্রকল্পে প্রসূতি মায়েদের হাতে পুষ্টিকর খাবার, স্ব সহায়ক দলের হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক সহ বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের আর্থিক সেঙ্কশন মেমো তুলে দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দপ্তর থেকে সরকারি স্টলও খোলা হয়। অতিথিগণ স্টলগুলি ঘুরে দেখেন এবং তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠান শেষে জিলা সভাধিপতি দীপক দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিগণ ধরতী আবা জনজাতি অভিযানের সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের জনসচেতনতামূলক পোস্টার সম্বলিত একটি ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়ি পতাকা নেড়ে শুভ সূচনা করেন। উল্লেখ্য, প্রচার গাড়িটি এই প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যে জেলার ৫৯টি জনজাতি অধ্যুষিত ভিলেজে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত ঘুরবে।

জাতীয় স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা থেকে পাঁচজন অংশগ্রহণ করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ জুন: আগামী বাইশে জুন থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় স্তরের মেন্স এবং ওমেন্স সাঁতার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে। সেই উপলক্ষে উদয়পুর গোমতী জেলা অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় উদয়পুর রয়েল ইন হোটেলে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অ্যাম্যাচার সুইমিং এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক বিষ্ণু সিং থাপা সহ-সভাপতি ত্রয় যথাক্রমে রঞ্জিত চক্রবর্তী, অনুপম চক্রবর্তী, গোমতী জেলার অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি দ্বীপ নারায়ন কর।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অ্যাম্যাচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক সত্য সাহা, গোমতী জেলা স্পোর্টস সেলের কনভেনার মনোজ কুমার বিশ্বাস, গোমতী জেলা অ্যাম্যাচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাহার মিয়া চৌধুরী প্রমুখ।

উড়িষ্যায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১৪ বছরের উপরে ম্যানস এবং ওইমেন বিভাগে যেকোনো প্রতিযোগী বা প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করতে পারবে। তার অঙ্গ হিসেবে উদয়পুরের সাঁতারু তিলোত্তমা জমাতিয়া, জয়া জমাতিয়া এবং আগরতলার খেলো ইন্ডিয়া এক্সিলেন্সি টিমের অন্তর্গত এবং উদয়পুরের রিয়াজ ত্রিপুরা, সানমান ত্রিপুরা ,জাহিদ হোসেন। তারা উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। এই উপলক্ষে ত্রিপুরার পক্ষ থেকে তারা প্রতিযোগিতায় মার্চপাস্টে অংশগ্রহণ করবে। গোমতী জেলা অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সাতারুদের হাতে সাঁতারের জার্সি ও ট্রাউজার তুলে দেয়া হয়। এই জার্সি এবং ট্রাউজার গুলো খেলোয়াড়দের হাতে পৌঁছানোর জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বিলোনিয়ার অনুপ চক্রবর্তী এবং উদয়পুরের দীপনারায়ণ কর।আগামী ২২ শে জুন থেকে ২৬ শে জুন উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৫ সদস্যের ত্রিপুরার প্রতিনিধি এবং দুজন অফিসিয়াল নিয়ে মোট সাতজন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের বিকাশে একশ শতাংশ উন্নয়ন সরকারের লক্ষ্য ঃ বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন:জনজাতিদের বিকাশে প্রতিটি ক্ষেত্রে একশো শতাংশ উন্নয়ন করাই বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তাই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সাথে সাথে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতিদের বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে রাজ্যভিত্তিক ধরতী আবা জনভাগিদারী অভিযানের সূচনা করে একথা বলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচি চলবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের জনজাতিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যেসকল পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে, বিগত কেন্দ্রীয় সরকারগুলির আমলে তা কখনও দেখা যায়নি। এই অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি জনজাতি অধ্যুষিত ভিলেজ কমিটিগুলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সুবিধাভোগীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ২০টি দপ্তরের বিভিন্ন পরিষেবা সুবিধাভোগীরা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শিবির থেকে সহজেই গ্রহণ করতে পারবে। জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের একটা অংশ এখনও সরকারি বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নন। সেক্ষেত্রে এই কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। তাঁর বক্তব্যে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শুধুমাত্র শিক্ষিত হলেই চলবে না। শিক্ষার পাশাপাশি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও কাজ করতে হবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ক্রীড়া ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, ২০৪৭সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠন জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়েই সম্ভব। অতীতের কোনও সরকারই ভগবান বিরসা মুন্ডার সঠিক মর্যাদা দেয়নি। যদিও এই দেশের স্বাধীনতায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে এই দেশ একজন মহিলা রাষ্ট্রপতি পেয়েছে। ২০১৮ সালে বর্তমান রাজ্য সরকার গঠনের পর থেকে রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে জনজাতি এলাকায় সুযোগ সুবিধা বিস্তারে বর্তমান রাজ্য সরকার একাগ্রচিত্তে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল শিডিউল ট্রাইবস ফাইনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের এম.ডি. তথা চেয়ারম্যান টি. আর, পাইতে, টি.আর.পি. অ্যান্ড পি.টি.জি. দপ্তরের অধিকর্তা নগেন্দ্র দেববর্মা, ট্রাইবেল রিসার্চ ও কালচারেল ইন্সটিটিউটের অধিকর্তা রত্নদীপ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ আজ রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের জন্য অনলাইন স্মার্টক্লাসের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। এছাড়াও জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী ভার্চুয়ালি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসের জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময়ও করেন। এই অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ২ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপিন দেববর্মা।

বিলোনিয়ায় এলাকার বিজেপি কার্যকর্তা ও কর্মীদের নিয়ে হল সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৫ ই জুন: রবিবার বিকেলে ৩৫ বিলোনিয়া বিজেপি মন্ডলের পক্ষ থেকে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে বিধানসভা এলাকার বিজেপি কার্যকর্তা ও কর্মীদের নিয়ে হল সভার আয়োজন করে। হলসভায় কার্যকর্তা ও কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। হল সভার মুখ্য অতিথি তথা বক্তা ছিলেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য তথা প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস, ছিলেন মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।

হলসভার শুরুতে অতিথি আপ্যায়ন ও বন্দেমাতরম সঙ্গিত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মোদী সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেবা সুশাশান ও গরিব কল্যাণের উপর বক্তব্য রাখেন বিধায়ক তথা প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস, তিনি বলেন মোদীজির একমাত্র লক্ষ্য হলো সমাজের প্রতিটি বর্গের মানুষের উন্নতি। অনেক প্রধান মন্ত্রী এসেছেন এই দেশে কিন্তু তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর কল্যাণ মূলক প্রকল্প গুলি দেখলেই সেটা অনুধাবন করতে পারবেন। গরিব কল্যাণ হলো তাঁর বিকশিত ভারতের মূলমন্ত্র। তিনি শুধু মানুষের ভালো থাকার কথা ভাবেন। সাম্প্রতিক সময়ে পেহেল গাঁওয়ের ঘটনায় অপারেশন সিঁদুর ভারতকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। অর্থ নৈতিক দিক থেকে ভারত ১১ নাম্বার থেকে ৪ নাম্বার শক্তিতে উঠে আসছে ,জনধন যোজনা একটি মাইল ফলক সাধারণ ভারত বাসির কাছে। এখন সুবিধাভুগির টাকা সরাসরি একাউন্টে চলে আসে, সাধারণ মানুষ আজ উপকৃত। মোদীজির পথ বিকশিত ভারতের বিকশিত পথ। হল সভায় প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কার্যকরতা ও কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি দেখে বলেন আমি আগেও এসেছি এখানে কিন্তু আজকের উপস্থিতি আমায় মুগ্ধ করেছে, আমি আশা বাদী আগামী দিনে এই বিলোনিয়া বিধানসভা ক্ষেত্রে পদ্মের উদয় হবেই হবে।

কমলপুর নজরুল ভবনে মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উদযাপন, 'বিকশিত ভারত সংকল্প সভা' অনুষ্ঠিত

কমলপুর, ১৫ জুন : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকারের এগারো বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ কমলপুরের নজরুল ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমলপুর বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিকশিত ভারত সংকল্প সভা' ।সকাল সাড়ে এগারোটায় নজরুল ভবনে এই বিশেষ সভা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক মনোজকান্তি দেব, বিজেপি কমলপুর মন্ডল সভাপতি শম্পা দাস, যুব মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি সুব্রত মজুমদার, বিজেপি কমলপুর মন্ডলের সহ-সভাপতি সমীরণ দেববর্মা এবং সচিরানী দেববর্মা সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।সভায় বক্তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গত এগারো বছরের কার্যকালের বিভিন্ন সাফল্য ও দেশের হিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। বিশেষ করে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া হয় ।প্রাক্তন মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব তাঁর বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতি ও জনকল্যাণমূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত আজ বিশ্বের দরবারে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। গত এগারো বছরে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।"

উদয়পুর রবীন্দ্র পরিষদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ জুন: উদয়পুর শিল্প জগতের এক উজ্জ্বল নাম উদয়পুর রবীন্দ্র পরিষদ। বিগত ৪৮ বছর ধরে রবীন্দ্র পরিষদ প্রতিবছর রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান ও রবীন্দ্র উৎসব পালন করে আসছে। এবছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গত ৯ই মে ২০২৫ থেকে ১৪ই মে ২০২৫ ইং পর্যন্ত ছয়দিনব্যাপী রবীন্দ্র উৎসব এ আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায মূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় ৯৪২জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করেছিলো। এদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ২৮০ জন, বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ১৫০ জন, আবৃত্তিতে ১৪০ জন, রবীন্দ্র নৃত্যে ১৫০ জন, তবলায় একানব্বই জন, রূপ ও সংলাপ বিভাগে ৭৩ জন ,চৌধারাতে সাতটি দলে মোট ২৮ জন এবং মায়েদের আলপনা বিভাগে ৬ জন অংশগ্রহণ করেন। আজ সন্ধ্যায় রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে পুরস্কার বিতরণী, গুণীজন সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ, পরিকল্পনা ,সমন্বয় ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী তথা ৩১ আর কে পুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রনজিৎ সিংহ রায়।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দেবদেবরায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবন শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ উদয়পুরের সভাপতি তথা উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক ডক্টর নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ,বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গল্পকার সুস্মিতা দাস মহোদয়াকে গুণীজন হিসেবে সংবর্ধিত করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলের মূল্যবান বক্তব্যের পাশাপাশি স্বাগত ভাষণ রাখেন উদয়পুর রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক সুমিত কুমার দত্ত।

পূর্ত দপ্তরের উদাসীনতায় বেইলি ব্রিজ ভেঙে মালবাহী ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে, অল্পের জন্য রক্ষা চালক

শান্তিরবাজার, ১৫ জুন : বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় একটি ভগ্নপ্রায় বেইলি ব্রিজ ভেঙে মালবাহী ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন ট্রাক চালক। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাইখোড়া পূর্ত দপ্তরের চরম উদাসীনতার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, বাইখোড়া-লক্ষীছড়া যাতায়াতের প্রধান এই বেইলি ব্রিজটি দীর্ঘ বছর ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের এই বিষয়ে অবহিত করলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। রবিবার সকালে টিআর ০৫ জে ১৫৩২ নম্বরের মালবাহী ট্রাকটি ব্রিজের উপর উঠতেই ব্রিজটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এর ফলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত হয়।

স্থানীয়রা জানান, তাঁরা বারবার পূর্ত দপ্তরকে এই 'মরণফাঁদ' সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। এছাড়াও, সাধারণত সকল ব্রিজে তার ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেওয়া থাকলেও, এই ব্রিজের ক্ষেত্রে এমন কোনো সতর্কবার্তা ছিল না, যা আজকের দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

এই ব্রিজটি লক্ষীছড়া থেকে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ব্যবহার করেন। ব্রিজ ভেঙে পড়ায় বর্তমানে যোগাযোগে ব্যাপক অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা অবিলম্বে ব্রিজটি পুনর্নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি লাঘব হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas